দেড় মাস ধরে জুম্মার নামাজে আল-আকসা মসজিদ প্রায় ফাঁকা

সারে-জমিন

হাসপাতালে গাফিলতিতে শিশু মৃত্যুর অভিযোগ

রূপসী বাংলা

দেশে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের প্রভাব কী পড়বে

সম্পাদকীয়

বামেদের ইনসাফযাত্রায় উপচে পড়ল ভিড়

সাধারণ

রোনোল্ডো অপরাজিত ১২৮, সালাহর ৪ গোল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১৮ নভেম্বর, ২০২৩
১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
৩ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 310 ■ Daily APONZONE ■ 18 November 2023 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

পঞ্চায়েত ভোট হিংসায় মৃতের পরিবার পিছু চাকরির সিদ্ধান্ত

আপনজন ডেস্ক: বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক হিংসায় নিহতদের পরিবার প্রতি দু লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই সমস্ত নিহতদের পরিবার প্রতি একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার বিষয়টি রাজ্য মন্ত্রিসভায় পাশ করিয়ে নিলেন। সংবাদ সংস্থা সূত্র জানাচ্ছে, শুক্রবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়অ হয়, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নির্বাচনী সহিংসতার শিকার হওয়া ব্যক্তিদের প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার একটি প্রস্তাবও অনুমোদন করা হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সহিংসতায় কমপক্ষে ১৯ জন নিহত হন। তবে অনানুষ্ঠানিক হিসাব অনুযায়ী মোট হতাহতের সংখ্যা ৫৫ জন।

এদিন রাজ্য সরকার জানিয়েছে, রাজ্যে সরকারি মালিকানাধীন জমি সিল করার ক্ষেত্রে অনিয়মের ঘটনা তদন্তে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, এই অর্পিত জমি নিয়ে অনিয়মনিয়ে রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের একাংশের জড়িত থাকার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভারতীয় দলের জার্সির রং গেরুয়া নিয়ে প্রশ্ন মমতার

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতীয় দলের প্র্যাকটিশ ম্যাচে জার্সির রং নিয়ে রাজনীতির প্রশ্ন তুললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের চিরাচরিত নীল রঙের জার্সির পরিবর্তে হঠাৎ গেরুয়া কেন, তা নিয়েই আপত্তি মমতার। শুক্রবার বিকেলে কলকাতার পোস্তা বাজার বণিক সমিতি আয়োজিত জগদ্ধাত্রী পূজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্বকাপের জন্য ডিজাইন করা ভারতীয় দলের অনুশীলন জার্সির কথা উল্লেখ করে মমতা বলেন, খেলোয়াড়রা তাদের নীল পোশাক পরার জন্য লড়াই করেছে। কিন্তু এখন তারা সবকিছুতে গেরুয়া রং যোগ করছে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে আমরা গর্বিত। আমি বিশ্বাস করি, এবার তারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে। যদিও তাদের প্র্যাকটিস ড্রেসও গেরুয়া রঙের হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের ‘বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রবণতার’ সমালোচনা করে মমতা বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে তারা শহরের আসন্ন মেট্রো রেল স্টেশনগুলিকে গেরুয়া রং করছে। তাই তিনি বলেন, আমরা সমস্ত কাজ করি এবং তারা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কৃতিত্ব নেয়। তারা যদি আমাদের দেশের কর্মীদের বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ করা অর্থ দিত, তাহলে বঞ্চিত ১০০ দিনের শ্রমিকদের আজ অশ্রু ঝরাতে হতো না। মমতা আরও বলেন, আপনি যদি দেশের নামে বা কোনও গুজরাতি নেতার নামে কিছু করেন, যাকে সমগ্র জাতির নেতা হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাতে আমার আপত্তি নেই। আপনি উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান বা দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলি থেকে এই জাতীয় নেতাদের বেছে নিতে পারেন। কিন্তু এই জিনিসটা কি? এটি খাওয়ার মতো জিনিস নয়। এটা দেখানোর মতো একটা বিষয়। শোপিসগুলি আপনাকে অস্থায়ী লভ্যাংশ দিতে পারে তবে স্থায়ী সুবিধা দিতে পারে না। চেয়ারে বসে থাকা লোকেরা আসবে এবং যাবে,” মুখ্যমন্ত্রী অস্পষ্ট ভাবে বলেছিলেন। তিনি বলেন, তারা এই দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছে। আমার কাছে তথ্য আছে যে ৭০,০০০ এরও বেশি শিল্পপতি এই দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। এরা এমন লোক যারা এই দেশে বিনিয়োগ করতে পারত, কিন্তু তাদের অর্থ এখন বিদেশে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। তাই আমি বলব, কেন্দ্রীয় সরকারের নেতাদের মধ্যে সুবুদ্ধি বিরাজ করুক।

মাওবাদী হামলায় মৃত্যু হল এক জওয়ানের

মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের বিধানসভা ভোটে সহিংসতা

আপনজন ডেস্ক: ছত্তিশগড়ে দ্বিতীয় দফা এবং মধ্যপ্রদেশে এক দফার ভোটে সহিংসা বিরাজমান হয়েছে। ছত্তিশগড়ের মাওবাদী হামলায় এক জওয়ানের প্রাণ গিয়েছে। ছত্তিশগড়ের ১৯টি জেলার ৭০টি বিধানসভা আসনের জন্য ৯৫৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় ২৩০টি আসনের জন্য দুই হাজারেরও বেশি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। রাত ১০টা পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশে ৭৫.৩৬ শতাংশ এবং ছত্তিশগড়ে ৭০.৫৯ শতাংশ ভোট পড়েছে।

ভোট চলাকালীন মধ্যপ্রদেশে বেশ কয়েকটি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে এবং শুক্রবার সন্ধ্যায় ছত্তিশগড়ে মাওবাদী হামলায় এক জওয়ান নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার মধ্যপ্রদেশ নির্বাচনের সময় বেশ কয়েকটি জায়গায় সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে। চলমান নির্বাচনের সময় ভিন্দের মেহগাঁও আসনের মানহাদ গ্রামের একটি ভোটকেন্দ্রের বাইরে পাথর ছোড়া হয়। দিমানি আসনে ভোট গ্রহণের সময় সংঘর্ষের ঘটনায় দু’জন আহত হয়েছেন।

ইন্দোরের ৪ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের সময় কংগ্রেস ও বিজেপির সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ উভয় পক্ষের উপর লাঠিচার্জ করে। শুক্রবার রাজনগরে উত্তেজিত জনতা বিজেপি নেতাদের গাড়ি ভাঙচুর করে। সূত্রের খবর, কংগ্রেস কর্পোরেটর সালমান খানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এই হিংসার ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় ছত্তিশগড়ের বিন্দ্রানাওয়াগড় এলাকায় একটি পোলিং পার্টিকে লক্ষ্য করে মাওবাদীদের হামলায় ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের (আইটিবিপি) এক

জওয়ান নিহত হন। মাওবাদীরা একটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) ব্যবহার করে বিস্ফোরণ ঘটায়।

ছত্তিশগড়ের ধামতারি অঞ্চলে মাওবাদীরা দুটি কম তীব্রতার আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানোর একদিন পরেই এই ঘটনা ঘটল। এতে কেউ হতাহত না হলেও পরে ওই এলাকা থেকে ৫ কেজি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে বিজেপি ও কংগ্রেসের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। স্থানীয় এক পুলিশ কর্মকর্তা সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, জব্বলপুরে বিকেল ৫.৪৫ নাগাদ দু’দল লোকের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার ১৫ মিনিট আগে এ ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, বিজেপি ও কংগ্রেসের লোকজনের মধ্যে এই লড়াই হয়েছে। এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলছে। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির প্রশংসা করেছেন। ভোটাধিকার প্রয়োগের পর দুর্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা দাবি করেন, রাজ্যে ভোটের পরিবেশ ‘একতরফা’। মধ্যপ্রদেশের বিজেপি প্রধান ভিডি শর্মা বলেছেন, রাজ্যে ভোটার উপস্থিতি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি জনগণের সমর্থনের প্রমাণ। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথের ছেলে কংগ্রেস সাংসদ নকুল নাথকে বারারিপুরায় একটি ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নরোত্তম মিশ্র শুক্রবার বলেন, “আপনি যখন (ইভিএমে) পদ্ম প্রতীকের বোতাম টিপুন, তখন ভারতে উদযাপন করা হয়। অন্য কোনও রাজনৈতিক দল জিতলে পাকিস্তানে উদযাপন করা হবে। জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে ‘পদ্ম’ চিহ্নযুক্ত বোতাম টিপতে হবে। নরোত্তম মিশ্রকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল, উপ-মুখ্যমন্ত্রী টিএস সিং দেও, রাজ্যের আট জন মন্ত্রী এবং চার জন সংসদ সদস্যের মতো রাজনৈতিক হেভিওয়েটরা আজ দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। ছত্তিশগড়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ২০০৮ সাল থেকে এই কেন্দ্র থেকে তিনবার বিধায়ক হয়েছেন।

জ্ঞানবাপি রিপোর্ট: ১৫ দিন সময় চাইল এএসআই

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের জ্ঞানবাপি মসজিদের ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (এএসআই)-এর সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল শুক্রবার। কিন্তু এএসআই বৈজ্ঞানিক জরিপের রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য আরও ১৫ দিন সময় চাইল আদালতের কাছে। সেই আবেদনের শুনানি হবে আজ শনিবার।

কেন্দ্রের আইনজীবী অমিত শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, বারাণসী জেলা আদালতে শুক্রবার বিকেলে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের পাশে অবস্থিত জ্ঞানবাপি প্রাঙ্গণের বৈজ্ঞানিক জরিপ চালায় এএসআই, যাতে ১৭ শতকের মসজিদটি কোনও হিন্দু মন্দিরের পূর্ব-বিদ্যমান কাঠামোর উপর নির্মিত হয়েছিল কিনা তা নির্ধারণ করা যায়।

এএসআই ২ নভেম্বর আদালতকে জানায় যে তারা জরিপের কাজ “শেষ” করেছে। শ্রীবাস্তব বলেন, আদালত এএসআইকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) পর্যন্ত সময় দিয়েছিল, কিন্তু সমীক্ষায় ব্যবহৃত কৌশলগুলির একটি প্রতিবেদন এখনও না আসায় এএসআই শুক্রবার আদালতে নথি জমা দেওয়ার জন্য আরও ১৫ দিন চেয়ে আবেদন করেছে। জেলা জজ এ কে বিশ্বেশ শনিবার এই আবেদনের শুনানি করবেন। এএসআই গত ২ নভেম্বর আদালতকে জানায়, জরিপ কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামের বিশদ বিবরণ সহ প্রতিবেদন টি সংকলন করতে আরও কিছু সময় লাগতে পারে, যার পরে নথি জমা দেওয়ার জন্য ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। গত ৫ অক্টোবর আদালত এএসআইকে আরও চার সপ্তাহ সময় দেয় এবং জানায়, জরিপের সময়সীমা এর বাইরে বাড়ানো হবে না। গত ৪ আগস্ট আদালত এএসআইকে জরিপ শেষ করার জন্য অতিরিক্ত এক মাস সময় দেয় এবং এর মূল সময়সীমা বাড়িয়ে ৪ সেপ্টেম্বর করে। ৬ সেপ্টেম্বর জরিপ কাজের জন্য আরও চার সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়।

জ্ঞানবাপি মসজিদ কমিটি হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। গত ৪ অগাস্ট এএসআই-র জরিপ নিয়ে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করতে অস্বীকার করে শীর্ষ আদালত। এলাহাবাদ হাইকোর্ট বারাণসী জেলা আদালতের আদেশ বহাল রেখে রায় দেয়, এই পদক্ষেপটি “ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয়” এবং বিরোধের হিন্দু ও মুসলিম উভয় পক্ষকেই উপকৃত করবে। এর আগে শুনানির সময় মসজিদ পরিচালনা কমিটি জরিপের বিরোধিতা করে অভিযোগ করেছিল, এএসআই অনুমতি ছাড়াই মসজিদ কমপ্লেক্সেখনন করছে এবং ফলে কাঠামোটি ধসে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

বিহারে ৭৫ শতাংশ সংরক্ষণ বিল পাশ করলেন রাজ্যপাল

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার বিহারের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকর রাজ্য সরকারের ‘বিহার সংরক্ষণ সংশোধনী বিল’ অনুমোদন করেন, যা সদ্য সমাপ্ত শীতকালীন অধিবেশনে রাজ্য বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। গত ৭ নভেম্বর রাজ্য মন্ত্রিসভা এটি অনুমোদন করে এবং অনগ্রসর, অত্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণি, তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ কোটা ৫০% থেকে বাড়িয়ে ৬৫% করে। শিগগিরই গেজেট প্রকাশ করা হবে।সব মিলিয়ে সংরক্ষণ ৭৫ শতাংশ। গত ১৬ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেছিলেন, রাজ্যপাল ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সংরক্ষণ বিলটি অনুমোদিত হবে। রাজ্যপাল ১৭ নভেম্বর ফিরে এসে বিলটি অনুমোদন করেন।

অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর (ইডব্লিউএস) জন্য ইতিমধ্যে ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত থাকায় বিহারে কোটার সীমা এখন ৭৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে, যা সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত ৫০ শতাংশের সীমা অতিক্রম করেছে। এর আগে বিধানসভায় বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হওয়ার পরে নীতীশ কুমার বিধানসভার সদস্যদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে তাঁর সরকার “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব” বিলের বিধানগুলি বাস্তবায়ন করবেন।

বিলে বলা হয়েছে, অত্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণীর (ইবিসি) কোটা ১৮ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা হবে। অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) জন্য ১২% থেকে ১৮%; তফসিলি জাতি (এসসি) এর জন্য ১৬% থেকে ২০%; এবং তফসিলি উপজাতির (এসটি) জন্য কোটা দ্বিগুণ করা হবে ১% থেকে ২%। ওবিসি মহিলাদের জন্য ৩% সংরক্ষণ বাতিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত জাতিগত জরিপের উপর ভিত্তি করে খসড়া করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের একই বৃদ্ধির বিধানকারী বিলগুলিও রাজ্য বিধানসভায় কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছিল। গত ৭ নভেম্বর রাজ্য বিধানসভায় নীতিশ কুমার এই সংশোধনী প্রস্তাব করেন।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান

DANBIR ACADEMY

দানবীর অ্যাকাডেমি

প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত

ভর্তি চলছে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪ ● আবাসিক বালক বিভাগ

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ

আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২

✆ 9143076708 ✆ 9734387558

A project of Amanat Foundation

BUDGE BUDGE INSTITUTE OF NURSING

EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES

আর ভিন রাজ্যে নয়!

ছেলেদের নার্সিং স্কুল এখন কলকাতার বজবজে

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ২০০ বেড সমৃদ্ধ আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

সায়েন্স/ আর্টস/ কমার্স— যেকোনো স্ট্রিমে HS-এ 40% নম্বর পেলেই ভর্তির যোগ্য

২০২৩-২৪ বর্ষে GNM কোর্সে ভর্তি চলছে

যোগাযোগ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩১০ সংখ্যা, ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ৩ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

নেতৃত্ব ও জ্ঞান হাসিল

উন্নয়নশীল বিশ্বে দেশগুলিতে একটি কাঠামো দাঁড় করাইবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু যাহারা ক্ষমতায় থাকেন, তাহারা কী করেন? দিনে দিনে এমনই আবর্জনার স্তূপ তৈরি করিয়া ফেলা হয় যে, কাহাকে না কাহাকে সেই আবর্জনা পরিষ্কার করিতে আগাইয়া আসিতে হয়। তাই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে নাই, যে কাউকে সকল প্রক্রিয়া উপেক্ষা করিয়া জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে আগাইয়া আসিতে হয়। এই সকল দেশে যাহারা ক্ষমতায় থাকেন, তাহাদের মধ্যে বিরোধী দলগুলিকে খাটো করিয়া দেখিবার একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ইহার ফলে ক্ষমতার একটি বলয় তৈরি হয়। এবং এই সকল দেশে যাহারা ক্ষমতায় থাকেন, তাহারা হয়তো জানেনই না যে, এই আচরণের মধ্য দিয়া তাহারা জনগণের জীবনকে কতটা দুর্বিষহ করিয়া তোলেন। আর এই দুর্বিষহ করিয়া তোলার সঙ্গে যোগ দিয়া থাকেন প্রশাসনের একধরনের সুবিধাভোগীরা, যাহাদের দেশ সম্পর্কে কোনো অনুভূতি, কোনো কমিটমেন্ট থাকে না।

উন্নয়নশীল দেশগুলি যাহারা পরিচালনা করেন, তাহাদের সবচাইতে বড় একটি দুর্বলতা হইল, তাহারা দেওয়াল লিখন পড়েন না। পূর্বে দেওয়াল লিখন হইতে মানুষের নানা মত পাওয়া যাইত। কিন্তু যিনি দেওয়াল লিখন পড়িতে বলিয়াছিলেন, তিনি এখন থাকিলে কী বলিতেন? এখন দেওয়ালের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাহা থাকে, তাহা হইতে জনগণের ভাষা বুঝিবার কোনো সুযোগ নাই। এই সম্পর্কে ফরাসি বিপ্লবের একটি উদাহরণ সকলের স্মরণে রাখা দরকার। ফরাসি বিপ্লবকালে জনগণ যখন জাগিয়া উঠিয়াছে, বাস্তিল দুর্গ পতনের মুখে, তখনো রাজদরবার দেওয়াল লিখন পড়িতে পারে নাই। এমনকি সাধারণ মানুষের মনোভাবের সঙ্গে তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না। কথিত আছে, বিপ্লবীরা যখন রাজদুয়ারের দ্বারপ্রান্তে চলিয়া আসিয়াছে, তখন রাজা ষোড়শ লুইয়ের স্ত্রী, অর্থাৎ রানি ম্যারি আঁতোয়ানেতে শোরগোল শুনিতে পাইয়া রাজকর্মচারীদের নিকট জানিতে চাহেন, তাহারা শোরগোল করিতেছে কেন? কর্মচারীরা উত্তরে বলেন, মহারানি ইহারা রুটি খাইতে চাহে, কিন্তু তাহা পাইতেছে না। শুনিয়া রানি উত্তরে বলেন, উহাদেরকে কেক খাইতে বলো! ইহাও ইতিহাসে আছে যে, রানি এতটাই জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসী জীবন যাপন করিতেন যে, রাজকোষ খালি হইয়া গিয়াছিল, যাহার কারণে তাহার টাইটেল হইয়াছিল ম্যাডাম ডেফিসিট।

আজও উন্নয়নশীল দেশে এই প্রবণতাই লক্ষ করা যায়। উন্নয়নশীল দেশের এই একতরফা বিষয় এবং অসহিষ্ণুতা উন্নত বিশ্বেও লক্ষ করা যাইতেছে। তাহা না হইলে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত গণতন্ত্রচর্চার দেশেও কেন নির্বাচন-পরবর্তীকালে ফলাফল না মানিয়া লইতে দেখা যায়? ১৭৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনকে তাহার সাবেক মিলিটারি সেক্রেটারি এবং কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের গভর্নর জনাথন ট্রামবুল জুনিয়র চিঠি লিখিয়া অনুরোধ করেন তৃতীয় বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইতে (১৯৫১ সালের যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২২তম সংশোধনীর তৃতীয় দফা প্রেসিডেন্ট হওয়া রদ করা হয়)। কিন্তু ওয়াশিংটন উহাকে গোপন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলিয়া অভিহিত করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং উন্নয়নশীল দেশ যাহারা পরিচালনা করেন, তাহাদের ইহা মনে রাখা অতি জরুরি যে, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে নাই, যাহাতে সকলেই বলিবে—পরিবর্তন চাই। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতেও ইহা স্মরণে রাখা জরুরি। ইসলামে বারংবার যে কোনো বিষয়েই বাড়াবাড়ি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। পবিত্র কুরআন শরিফের সুরা নিসার ১৭১ নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করিও না।' সহি বুখারিতে উল্লেখ আছে, হজরত উমর (রা.) বলিয়াছেন, 'তোমরা নেতৃত্ব লাভের পূর্বেই জ্ঞান হাসিল করিয়া লও।' কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহার অনুপস্থিতিও লক্ষ করা যায়।

দেশে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের প্রভাব কী পড়বে

আর্যাবর্তের হিন্দি বলয়ের দুই প্রধান রাজ্য মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় বিধানসভার ভোট গ্রহণ আজ শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ভোট হবে এক দফায়। মাওবাদীদের দুর্গ বলে পরিচিত ছত্তিশগড়ে দ্বিতীয় দফার ভোট হচ্ছে। প্রথম দফার ভোট হয়েছিল ৭ নভেম্বর। মিজোরাম রাজ্যে বিধানসভার ভোটও ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজস্থানের ভোট হবে ২৩ নভেম্বর। তেলেঙ্গানার ভোট ৩০ নভেম্বর। এই পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে আছে পুরো দেশ। লিখেছেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়।**

আর্যাবর্তের হিন্দি বলয়ের দুই প্রধান রাজ্য মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় বিধানসভার ভোট গ্রহণ আজ শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ভোট হবে এক দফায়।

মাওবাদীদের দুর্গ বলে পরিচিত ছত্তিশগড়ে দ্বিতীয় দফার ভোট হচ্ছে। প্রথম দফার ভোট হয়েছিল ৭ নভেম্বর।

মিজোরাম রাজ্যে বিধানসভার ভোটও ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজস্থানের ভোট হবে ২৩ নভেম্বর। তেলেঙ্গানার ভোট ৩০ নভেম্বর। এই পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে আছে পুরো দেশ। কারণ, আগামী বছর এপ্রিল-মে মাসে লোকসভার ভোটের আগে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে এটাই হতে চলেছে শেষ শক্তি পরীক্ষা। সেই অর্থে লোকসভা নির্বাচনের আগে এই পাঁচ রাজ্যের ভোট যেন মহারণের আগে সেমিফাইনাল। ৩ ডিসেম্বর জানা যাবে, গো-বলয়ে ক্ষমতাসীন বিজেপির দাপট কমে বিরোধীদের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে কি না। মধ্যপ্রদেশের নির্বাচন বিজেপির কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ রাজ্যে ১৮ বছর ধরে তারা ক্ষমতায়। এ সময়ের মধ্যে মাত্র দেড় বছর তাদের ধারাবাহিকতায় থাবা মেরেছিল কংগ্রেস। ২০১৮ সালের ভোটে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করলেও দল ভাঙিয়ে বিজেপি সেখানে আবার শাসক হয়ে যায়। ধারাবাহিকতা ধরে রাখা বিজেপির পক্ষে জরুরি বলেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এ রাজ্যে ৪০টির মতো জনসভা ও রোড শো করেছেন। শুধু তা-ই নয়, ক্ষমতা ধরে রাখার বাসনা ও ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেসের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বিজেপি ওই রাজ্য থেকে নির্বাচিত ৭ সংসদ সদস্যকে ভোটে লড়তে বাধ্য করেছে। তাঁদের মধ্যে তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা নিশ্চিন্তে নেই। গত চারবারের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জনপ্রিয় হলেও তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজেপি এবার আগাম চিহ্নিত করেনি। শুধু এই রাজ্য নয়, পাঁচ রাজ্যেই তাঁরা ভোটে লড়ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদির নামে। সে তুলনায় এই প্রথম কংগ্রেসকে জোটবদ্ধ লাগছে। দিগ্বিজয় সিং ও কমলনাথ কাজ করছেন হাতে হাত মিলিয়ে। খাড়গে-রাহুল-প্রিয়াঙ্কা একের পর এক জনসভা করেছেন। প্রতিটি জনমত সমীক্ষায়ও রয়েছে পালাবদলের ইঙ্গিত।

মধ্যপ্রদেশ ভেঙে গড়ে উঠেছিল ছত্তিশগড়। সেখানে শাসনক্ষমতায় রয়েছে কংগ্রেস। এবারও তা বজায় রাখতে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল সক্রিয়। বিজেপি এ রাজ্য দখলে উঠেপড়ে লাগলেও জনমত সমীক্ষা এখনো কংগ্রেসের পক্ষে। তাদের একটাই ভয়, দুই পক্ষের আসনপ্রাপ্তির ব্যবধান কম হলে বিজেপি ওই রাজ্যে দল ভাঙানোর খেলা খেলে মধ্যপ্রদেশের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ফেলবে না তো!

মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার মোট আসন ২৩০, ছত্তিশগড়ের ৯০।

কর্ণাটকের মতো মধ্যপ্রদেশেও কংগ্রেসের হাতিয়ার বিজেপি শাসনামলের 'লাগামছাড়া দুর্নীতি'। সেই সঙ্গে সাধারণের মন জয়ে কংগ্রেস নানা ধরনের জনমুখী প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রাহুল গান্ধীসহ কংগ্রেসের সবাই বারবার বলছেন, তাঁরা চান সাধারণ মানুষের হাতে টাকা দিতে, যাতে তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। সেটা বাড়লেই অর্থনীতি ভালো হবে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস তার প্রচারে বলছে, প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য একটাই—আদানি-আম্বানিদের মতো হাতে গোনা কয়েক শিল্পপতির সুরাহা করা। কংগ্রেস চায় কৃষক-শ্রমিক-মজুরের মঙ্গল। সেই লক্ষ্যে কংগ্রেস নারীদের হাতে মাসে দেড় হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ভর্তুকি দিয়ে ৪০০ টাকায় রান্নার গ্যাস বিক্রির কথা জানিয়েছে। কৃষিঋণ মওকুফের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং বলেছে, ক্ষমতায় এলে রাজ্যে জাত গণনা করা হবে। বিজেপির হাতিয়ার 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার, মোদি-মাহাত্ম্য ও উন্নয়ন। কিন্তু শেষবেলায় তারাও দিয়েছে নানাবিধ জনমুখী প্রতিশ্রুতি, যার একটা 'লাডলি বেহনা' প্রকল্প। এর মারফত কংগ্রেসের মতো শিবরাজ সিং চৌহানও নারীদের হাতে টাকা দিতে চেয়েছেন। কৃষিপ্রধান ছত্তিশগড়ে বিজেপির অবস্থান তুলনামূলক দুর্বল। এ ছাড়া ওই রাজ্যের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংয়ের ওপরেও বিজেপির বর্তমান নেতৃত্বের বিশেষ ভরসা নেই। কৃষকের সমস্যা সেখানে প্রধান ইস্যু। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শিবিরই কৃষিপণ্যের বাড়তি সহায়ক মূল্য নির্ধারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কংগ্রেসের বাড়তি প্রতিশ্রুতি, আদিবাসী-অধ্যুষিত এ রাজ্যের গরিবদের জন্য রাজ্য সরকার ১০ লাখ বাড়ি নির্মাণ করবে। আর বিজেপি বলছে, তারা 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'র আওতায় ১৮ লাখ ঘর তৈরি করবে। মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের ছয় দিন পর ভোট হবে রাজস্থানে। সেখানে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ক্ষমতার বদল হয়। সেই নিরিখে এবার কংগ্রেসকে হটিয়ে বিজেপির ক্ষমতা দখল করার কথা। জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী সেই লক্ষ্যে তারা কিছুটা এগিয়েও। কিন্তু রাজস্থানেও বিজেপি ভোটের আগে জানায়নি মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন। মরুরাজ্যে বিজেপির সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী বসুন্ধরা রাজে। বিজেপি প্রাথমিকভাবে তাঁকে কোণঠাসা করেও পরে তাঁকে ও তাঁর সব অনুগামীকে টিকিট দিয়েছে। কিন্তু প্রচারে তিনি ব্রাত্য। জনপ্রিয় ধারণা, হিন্দি বলয়ের এই তিন রাজ্যে বিজেপি জিতলেও মুখ্যমন্ত্রী করা হবে নতুন কাউকে।

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে বিজেপি শাসকের মুখ বদলে দেবে। লক্ষণীয়, এই তিন রাজ্যের জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত তিন নেতা নেত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, বসুন্ধরা রাজে ও রমন সিং বিজেপির পুরোনো ঘরানার। প্রত্যেকেই বাজপেয়ী-আদভানিকে তাঁদের নেতা বলে মেনে এসেছেন। অন্য অর্থে এই তিনজনের কেউই নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহর অন্ধ অনুগামী নন। এই তিন রাজ্যে শাসকের মুখ বদলাতে পারলে দেশের সব রাজ্যেই মোদি-শাহর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম হবে।

সৌ: প্র: আ:

আপন কণ্ঠ

বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়ন

শিক্ষা হল শিক্ষার্থী এবং ব্যক্তিবিশেষে জীবনব্যাপী ক্রমবিকাশের এক ছেদহীন প্রক্রিয়া,যা নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা অবচেতন ভাবে অর্জনের মাধ্যমে তাকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু ও সার্থক সংগতিবিধানে এবং সমাজের বহুমুখী দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলে। অন্যদিকে বিদ্যালয় হল বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। সুষম শিক্ষার আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রতিটি পড়ুয়ার পাঠক্রম এবং সহপাঠক্রমিক শিক্ষা সামগ্রিকভাবে নিরবিচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমেই শিক্ষকরা নির্ধারণ করে থাকেন। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। যেগুলো হলো - শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করন, পাঠক্রম নির্ধারণ শিক্ষা পদ্ধতি, মূল্যায়ন।

বছরভর পড়ুয়ারা বিদ্যালয়ে যা শেখে তা সাধারণত গঠনমূলক বা প্রস্তুতিকালীন এবং চূড়ান্ত বা পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন ধাপে বিচার করা হয়। পুজোবকাশের পর সমস্ত বিদ্যালয়গুলোতেই পড়ুয়াদের বিদ্যালয় অর্জিত শিক্ষা মূল্যায়িত করবার একটা প্রস্তুতি জোর কদমে শুরু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় পড়ুয়াদের পাশাপাশি শিক্ষক -শিক্ষিকা তথা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গুলোর গুরু দায়িত্ব অনেকটাই বেড়ে যায়। মূলত পড়ুয়াদের শিক্ষার উৎকর্ষতা ও অগ্রগতি প্রত্যাশা অনুযায়ী হচ্ছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ করা হয় গঠনগত মূল্যায়নের মাধ্যমে। এই গঠনগত মূল্যায়ন আবার একাধিক সূচকের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। পড়ুয়াদের সৃজনশীলতা,সৃষ্টি এবং উন্নতি করন গঠনগত মূল্যায়নের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অন্যদিকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের শেষে পড়ুয়াদের শিখন উদ্দেশ্যগুলি কি এবং কতটা পরিমাণে অর্জিত হয়েছে তার সক্ষমতার নির্ণায়ক হলো পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়ন। এই মূল্যায়নে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন মানের প্রশ্ন পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরা হয়। যার মাধ্যমে পড়ুয়াদের পাঠ বোধগম্যতা , পাঠ নির্যাস ও সারাংশ অর্জিত জ্ঞানের ব্যাপ্তি পরিমাপ করা হয়। পরবর্তীতে পড়ুয়াদের পারদর্শিতার অবস্থান বোঝাতে গ্রেডিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। পূর্বে পড়ুয়াদের মূল্যায়ন ব্যবস্থা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে হাতে করে বা ম্যানুয়ালি করা হলেও বর্তমানে একেবারে সেটি ডিজিটালাইজড এবং সরলীকরণ করা হয়েছে। যেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নির্দিষ্ট পোর্টালে গিয়ে পড়ুয়াদের বছরভর বিভিন্ন মূল্যায়নের নম্বর অনলাইনে জমা করতে পারবেন। যার ফলস্বরূপ একটি একাডেমিক সেশন শেষে পড়ুয়াদের হাতে নির্দিষ্ট সময়েই প্রিন্টেড মার্কশিট বা রিপোর্ট কার্ড প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। প্রসঙ্গত গঠনগত ও পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন ছাড়াও বহি:মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন পদ্ধতিও রয়েছে। যেগুলো হয়তো তেমনভাবে ব্যবহৃত হয় না। তবে পড়ুয়াদের শিখন অর্জিত সমর্থকে আরো কার্যকরী করে তুলতে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা মূল্যায়নের সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতেই পারে। বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষিকারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে ক্লাসে পাঠ দান করে থাকেন। যার ফলে পড়ুয়াদের মনেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকা সম্পর্কে পছন্দ অপছন্দের স্থান তৈরি হয়। এই বিষয়টি কি মূল্যায়নের অংশ হতে পারে না!!! দুর্বল বা সমস্যাযুক্ত শিক্ষার্থীদের শনাক্ত ও পর্যবেক্ষণ করে তাদের মান উন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে কি কোনো মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে!!! নিরবিচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা দপ্তর গৃহীত শিখন মডেল গুলোর সুনিবিড় প্রয়োগ আরো প্রয়োজন। এক কথায়, শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়নের গুরুত্ব একজন শিক্ষার্থীর উপর বিরাট ভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই একটি পড়ুয়াকে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়িত করবার পূর্বে মূল্যায়ন কৌশল গুলোর যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কিনা সেটাও দেখা দরকার। মনে রাখা প্রয়োজন,একটি শিক্ষার্থীর মধ্যে সুষম আদর্শ শিক্ষার বিকাশ তখনই সম্ভব যখন শারীরিক বিকাশের পাশাপাশি প্রক্ষোভিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশ তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ঘটে। সেক্ষেত্রে ' মূল্যায়ন' কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

সজল মজুমদার

বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

সামরিক শক্তি দিয়ে ফিলিস্তিনিদের দমানো যাবে না

হাইম ব্রেশিথ জাবনার

৭ অক্টোবরের হামলার পর ইসরায়েল নিঃসন্দেহে ধাক্কা খেয়েছে এবং এটি এখন স্পষ্ট, ফিলিস্তিনে তারা সামরিক অভিযান চালিয়ে এলেও এ সংকটের সমাধান হবে না। ইসরায়েল ৭ অক্টোবরের আগে থেকেই বিভক্ত জাতি ছিল। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তাঁর বিচার বিভাগীয় অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ৯ মাস ধরে ইসরায়েলি নাগরিকদের টানা বিক্ষোভ চলছিল। এর জেরে ইসরায়েলি মেরুকরণ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল। নেতানিয়াহুর সরকারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের পরিসর বলা যায় ইসরায়েলের অর্ধেকের বেশি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেনাবাহিনী, মোসাদের সাবেক কর্মকর্তাদের পাশাপাশি অন্য পেশাজীবীরাও এতে শরিক হয়েছেন। মনে হচ্ছিল, মাস কয়েকের মধ্যেই নেতানিয়াহুর সরকারের পতন হয়ে যাবে। তাঁর সরকারের বিচারিক আইন পরিবর্তনের বৈধতার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিতে যাচ্ছিলেন, সেদিকেই সবার দৃষ্টি

নিবদ্ধ ছিল। মিসরের গোয়েন্দারা হামাস হামলা চালাতে পারে বলে ইসরায়েলকে সতর্ক করলেও কেউ গাজার দিকে তখন নজর দেয়নি। কিন্তু ৭ অক্টোবরের হামলার পর সবার দৃষ্টি এখন যুদ্ধের দিকে। গাজায় সামরিক অভিযান চালানোর মধ্য দিয়ে ইসরায়েল শেষ পর্যন্ত কী করতে চায়, সেটিই এখন সবার কৌতূহলের বিষয়।

ইসরায়েলের একটি অভ্যন্তরীণ নথি গত ১৩ অক্টোবর দেশটির বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এসেছে। সেখানে 'হামাসের প্রত্যাশিত পরাজয়ের' পর ইসরায়েল কী করবে, তার একটি পরিকল্পনার কথা বলা আছে। সেই নথিতে বলা হয়েছে, গাজায় সামরিক অভিযান মূলত তিনটি ধাপে পরিচালনা করা হবে।

প্রথম ধাপে গাজার উত্তরাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে বোমাবর্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। এর পরের ধাপে হামাসের সুড়ঙ্গ, বাংকারসহ সব ধরনের ভূগর্ভস্থ যোগাযোগব্যবস্থা ধ্বংস করতে স্থল অভিযান চলবে।

একেবারের শেষ ধাপে ফিলিস্তিনের সব বেসামরিক মুসলমানকে তাড়িয়ে সিনাই উপদ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সেখান থেকে আর তাদের ফিরতে দেওয়া হবে না।

কয়েক দিন ধরে আমরা এই তিন ধাপবিশিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসরায়েলকে বর্বরোচিতভাবে গাজাকে ধ্বংস করে ফেলতে দেখছি। এ লেখা যখন লিখছি, তখন গাজায় ১১ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। কয়েক লাখ লোক আহত হয়েছেন এবং এখনো তিন হাজারের বেশি মানুষ বিধ্বস্ত বাড়িঘরের নিচে চাপা পড়ে আছেন।

ইসরায়েলের ক্রোধের কোনো সীমা নেই। ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরায়েলিদের অমানবিক আচরণ কোনো সামাজিক শক্তির লক্ষণ নয়। বরং এটি ইহুদিবাদের সামাজিক কাঠামোর একটি মারাত্মক ব্যাধি। আমি বিশ্বাস করি, এ ব্যাধিই ইসরায়েলের বিলুপ্তি ঘটাবে।

খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই ইসরায়েল সামরিক শক্তি খাটিয়ে এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে ইসরায়েলের নাগরিকদের সামষ্টিক জনমানস দৃশ্যত এ সত্য বুঝতে পারছে না। হয়তো সে কারণেই গাজা থেকে সব ফিলিস্তিনিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার মধ্যেই তারা 'সমাধান' খুঁজছে। ইতিমধ্যে ইসরায়েলি কয়েক মন্ত্রী গাজায় নির্বিচার গণহত্যা চালানোর পক্ষে কথা বলেছেন।

বহু ফিলিস্তিনিকে তাদের ভিটা থেকে তাড়ানোর পরও এখনো সাগর ও নদীর মাঝখানের ভূখণ্ডে ৪০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনি আরব বাস করছেন। বহু বছর আগে থেকেই তাদের সেখান থেকে তাড়ানোর পরিকল্পনা লিখিত আকারেই হয়ে আছে। ইসরায়েলের পশ্চিমা মিত্ররা এবং তাদের রাজনৈতিক ও নৈতিক অপরাধের সহচরেরা সেই পরিকল্পনাপত্র না পড়েই তাতে সই করে দিয়েছে। তারা যদি মনে করে যে এটি ইসরায়েলকে সাহায্য করবে এবং এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আনবে, তবে তারা অবশ্যই ভুলের রাজ্যে আছে।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

হাইম ব্রেশিথ জাবনার জুইশ নেটওয়ার্ক ফর প্যালেস্টাইনের (ইউকে) একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

প্রথম নজর

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন মুইজু

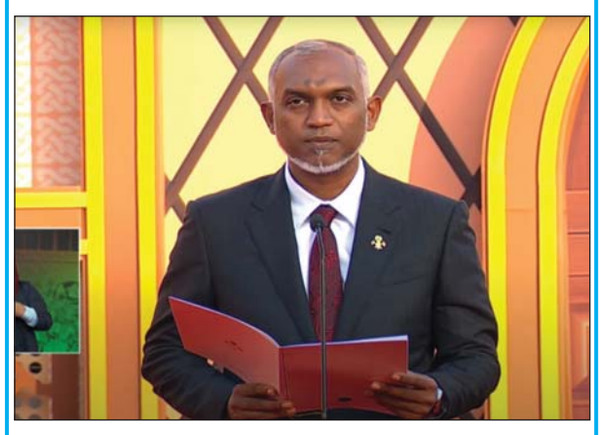

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপের অষ্টম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন ড. মোহাম্মদ মুইজু। শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) স্থানীয় সময় বিকেল পনে ৫টায় রাজধানী মালে সিটির রিপাবলিক স্কয়ারে তাকে শপথবাক্য পাঠ করান দেশটির প্রধান বিচারপতি আহমেদ মুথাসিম আদনান। মোহাম্মদ মুইজুর শপথপত্রে স্বাক্ষর করার সময় দেশটির প্রধান বিচারপতি ও গণ মজলিসের স্পিকার মোহাম্মদ আসলাম সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন। একইসময়ে দেশটির দশম ভাইস প্রেসিডেন্ট হুসেইন মোহাম্মদ লতিফকে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মালদ্বীপের জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী (এমএনডিএফ) ২১ বন্দুকের স্যালুট এবং সাথে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্বের মোট ৪৬টি দেশের প্রধান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের বিশেষ দূত উপস্থিত ছিলেন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী সাবেক প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সোলিহ ও তার প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্মচারীরা। এছাড়াও নতুন প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংসদ সদস্যসহ দেশটির বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। শপথগ্রহণের পর মোহাম্মদ মুইজু তার উদ্বোধনী ভাষণ দেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি মালদ্বীপের অষ্টম প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামনের মেয়াদের পরিকল্পনার ওপর আলোকপাত করেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান পিপিএম/পিএনসি জোটের প্রধান আবদুল্লাহ ইয়ামিন আবদুল গাইয়ুমকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তিনি উপস্থিত থাকবেনা বলে জানিয়েছিলেন।

৬.৯ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো ফিলিপাইন

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইনের মিন্দানাও অঞ্চলে ৬ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। শুক্রবার (১৮ নভেম্বর) ভূতাত্ত্বিক সংস্থা জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস (জিএফজেড) এ তথ্য জানিয়েছে। ভূমিকম্পটির গভীরতা ভূপৃষ্ঠ থেকে কিলোমিটার (৬.২ মাইল) ছিল বলে জানানো হয়েছে। ভূমিকম্প পরবর্তী কোনো সুনামি আশা করা হচ্ছে না বলে জানিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কীকরণ কেন্দ্র। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ফিলিপাইনের সিসমোলজি এজেন্সি জানিয়েছে, ভূমিকম্পটি কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল। এর আফটারশক ও ক্ষয়ক্ষতির জন্য বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দেশটির দক্ষিণ কোটাবাটোর জেনারেল সান্তোস শহরের রেডিও ঘোষক লেনি আরানগো জানিয়েছেন, শক্তিশালী ভূমিকম্প সেখানে দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাদের অফিসের ডেস্ক থেকে বেশ কিছু কম্পিউটার ভেঙে পড়েছে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইন সক্রিয় প্যাসিফিক 'রিং অব ফায়ারে' অবস্থিত। এ কারণে দেশটিতে প্রায়ই ভূমিকম্প আঘাত হানে।

দেড় মাস ধরে জুম্মার নামাজে আল-আকসা মসজিদ প্রায় ফাঁকা

আপনজন ডেস্ক: গত দেড় মাস ধরে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য পবিত্র মসজিদুল আকসায় প্রবেশে বিধি-নিষেধ আরোপ করে রেখেছে ইসরায়েলি পুলিশ। ফলে একাধারে গত ছয় জুমার নামাজ বয়স্ক মুসল্লি ছাড়া অন্যদের মসজিদের ভেতরে পড়তে দেওয়া হয়নি। আজ শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) পবিত্র মসজিদুল আকসা প্রাঙ্গণ প্রায় মুসল্লিশূন্য দেখা গেছে। তুরস্কভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

জেরুজালেমের ইসলামিক ওয়াকফ বিভাগ জানিয়েছে, সাধারণত পবিত্র মসজিদুল আকসায় ৫০ হাজারের বেশি লোক জুমার নামাজ পড়েন। কিন্তু আজ মাত্র চার হাজার লোক নামাজ পড়তে মসজিদে প্রবেশ করতে পেরেছে। ইসরায়েলি পুলিশ লাগাতার ষষ্ঠবারের মতো জুমার দিন মসজিদে প্রবেশে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ শুরুর পর তারা শুধু ৬৫ বছরের বেশি বয়সী মুসল্লিদের প্রবেশ করতে দিচ্ছে। আর শুক্রবার এলে এসব বিধি-নিষেধ আরো কঠোরভাবে পালন করা হয়। ওয়াকফ কর্তৃপক্ষ আরো জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে ইসরায়েলি পুলিশ মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশে কঠোরতা শুরু করে। গত শুক্রবারের মতো আজও জুমার নামাজ আদায়ে এ বিধি-নিষেধ অব্যাহত ছিল। ফলে মুসল্লিরা আল-আকসার বাইরের বিভিন্ন সড়কে নামাজ পড়েন। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে নজিরবিহীন সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে গাজায় ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত সাড়ে ১১ হাজার লোক মারা গেছে; যার মধ্যে চার হাজার ৭১০ শিশু এবং তিন হাজার ১৬০ নারী রয়েছে। অপরদিকে ইসরায়েলে হামাসের হামলায় এখন পর্যন্ত দেড় হাজার মানুষ নিহত হয়।

আল-শিফায় তৃষ্ণায় চিৎকার করছে রোগীরা: হাসপাতাল পরিচালক

আপনজন ডেস্ক: গাজার প্রধান হাসপাতাল আল-শিফার পরিচালক বলেছেন, হাসপাতালে অক্সিজেন এবং পানি শেষ হয়ে গেছে। রোগীরা 'তৃষ্ণায় চিৎকার করছে।' মুহাম্মদ আবু সালমিয়া বলেছেন, "আল-শিফায় পরিস্থিতি 'দুঃখজনক।" এখানে ৬৫০ জনেরও বেশি রোগী, ৫০০ চিকিৎসা কর্মী এবং পাঁচ হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষ আছে। গাজা উপত্যকার বৃহত্তম হাসপাতাল আল-শিফার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর সেখানে ইসরায়েলি বাহিনীর তাণ্ডব অব্যাহত রয়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অভিযোগ করেছে, হাসপাতালের একটি প্রবেশপথের কিছু অংশ এবং রেডিওলজি, বার্ন ও কিডনি বিভাগ বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে। এর বাইরে মধ্য গাজায় বুধবার রাতে ইসরায়েলি বোমায় প্রাণ হারিয়েছে ৫০ বেসামরিক মানুষ। হামলা হয়েছে খোদ হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়েহের গাজার বাড়িতেও। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি ট্যাংক গাজা শহরের হাসপাতালটিকে ঘিরে রেখেছে বলে আল-শিফার পরিচালক বলেছেন। ড্রোনগুলো মাথার ওপরে উড়ছে এবং ইসরায়েলি সেনারা এখনও ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী বলেছে, হামাসের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান বিচক্ষণ, পদ্ধতিগত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চলছে। তবে হাসপাতালের অভ্যন্তরে আটকে পড়া একজন সাংবাদিক খাদের বিবিসির রুশদি আবু আলউফকে ফোনে বলেছেন, ইসরায়েলি সেনারা 'সব জায়গায়,

সব দিকে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সংবাদ সংস্থা বিবিসি স্বাধীনভাবে কোনো প্রতিবেদনই যাচাই করতে পারেনি। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) গত বুধবার ভোরে থেকে আল-শিফায় তাদের অভিযান শুরু করেছে। তারা অস্ত্র ও সরঞ্জামের বেশ কয়েকটি ছবি এবং ভিডিও প্রকাশ করেছে। ইসরায়েলি বাহিনী এগুলো হামাসের বলে দাবি করছে। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার তারা আরো বলেছে, আলি শিফার নিচে হামাসের অপারেশনাল টানেলের মধ্যে বিপুল সংখ্যক অস্ত্র বোঝাই একটি যান পেয়েছে। আল-শিফার পরিচালক আবু সালমিয়া বলেন, ইসরায়েলি সেনারা আল-শিফার প্রধান পানির লাইন বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। রোগীরা তৃষ্ণায় চিৎকার করছে।তিনি আরো বলেছেন, 'স্নাইপিং অপারেশন অব্যাহত রয়েছে। কেউ এক ভবন থেকে অন্য ভবনে যেতে পারে না। আমাদের সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগও হারিয়ে ফেলেছি।' এর আগে বৃহস্পতিবার এক প্রত্যক্ষদর্শী খাদের বিবিসিকে বলেছিলেন, 'ইসরায়েলি সৈন্যরা সমস্ত বিভাগে হামলা চালিয়েছে। হাসপাতাল ভবনের দক্ষিণ অংশ এবং আনেক গাড়ি ধ্বংস করেছে।' খাদেরের ফোন লাইন কেটে যাওয়ার আগে তিনি আরো বলেছিলেন, 'সাঁজোয়া বুলডোজার আনা হয়েছে।' গাজার হামাস-নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলিরা বুলডোজার দিয়ে হাসপাতাল ভবনের দক্ষিণ প্রবেশদ্বারের কিছু অংশ ভেঙে ফেলেছে।' ৭ অক্টোবর হামাসের আক্রমণের পর ইসরায়েল গাজায় পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই অঞ্চলে এখন পর্যন্ত ১১ হাজার ৪০০ জন নিহত হয়েছে এবং জাতিসংঘ এটিকে মানবিক বিপর্যয় বলে সতর্ক করেছে। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আইডিএফ ঘোষণা করেছে, আল-শিফার কাছে জিম্মিদের একজনের লাশ পাওয়া গেছে। আইডিএফ ভুক্তভোগীকে ইহুদিত ওয়েইস হিসেবে শনাক্ত করেছে। তাকে বেইরিতে তার বাড়ি থেকে অপহরণ করেছিল হামাস।

গাজার ক্যান্সার রোগীরা ইস্তাম্বুলে, হাসপাতালে দেখতে গেলেন এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: গাজার বিভিন্ন হাসপাতালে থাকা অনেক ক্যান্সার রোগীকে চিকিৎসার জন্য তুরস্কে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) ইস্তাম্বুলের হাসপাতালে ফিলিস্তিনি রোগীদের দেখতে যান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান। তার সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফখরুদ্দিন কুজা ও প্রধান চিকিৎসক আরজান ইয়ানি। এ সময় রোগীরা ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে নিজ দেশে চিকিৎসাব্যবস্থা করায় এরদোগানকে কৃতজ্ঞতা জানান। এর আগে গত বুধবার ১৩ সঙ্গীসহ ২৭ ফিলিস্তিনি রোগীকে মিসরের আল-আরিশ বিমানবন্দর থেকে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় নেওয়া হয়। এরপর তাদের আঙ্কারার বিলকেন্ট মেডিক্যাল সিটির অনকোলজি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। সেখানে দেখতে এরদোগানসহ অন্যরা যান। ১৭ বছর বয়সী মাহমুদ আবু নাদা প্রেসিডেন্ট এরদোগানের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ফিলিস্তিনের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা জানান। তিনি বলেন, 'আমার স্বপ্ন ও আশা সব কিছুই ধুলোয় মিশে গেছে। চলমান যুদ্ধে আমি নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। তা ছাড়া বোমাবর্ষণে গাজার তুর্কি হাসপাতাল একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানে আমার ভাইকে হারিয়েছি। হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া ফিলিস্তিনি নারীরা তুরস্ক সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা আশা করব, এরদোগান একদিন গাজা উপত্যকা পরিদর্শনে যাবেন।' যেন তিনিও ফিলিস্তিনিদের আতিথেয়তা লাভ করেন। এরদোগান তাদের জন্য সাধ্যমতো সব কিছু করার প্রতিশ্রুতি দেন। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে নজিরবিহীন সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে গাজায় ইসরায়েলের বর্বর হামলায় এখন পর্যন্ত সাড়ে ১১ হাজার লোক মারা গেছে; যার মধ্যে চার হাজার ৭১০ শিশু এবং তিন হাজার ১৬০ নারী রয়েছে। এদিকে ইসরায়েলে হামাসের হামলায় এখন পর্যন্ত দেড় হাজার মানুষ নিহত হয়।

ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তি থেকে সরে এল জর্ডান

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলা শুরুর পর থেকেই ফিলিস্তিনের পক্ষে বেশ সরব মধ্যপ্রাচ্যের দেশ জর্ডান। অবরুদ্ধ গাজায় নির্বিচারে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানানোর পাশাপাশি হাজার হাজার মানুষ নিহতের প্রতিবাদে তেলআবিব থেকে নিজেদের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নিয়েছে আম্মান। এবার ইসরায়েলের সঙ্গে পানির বিনিময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের চুক্তি থেকে সরে আসার ঘোষণা দিয়েছে দেশটি। জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদি বলেছেন, আঞ্চলিক প্রকল্প নিয়ে আমাদের একটি আঞ্চলিক সংলাপ ছিল। কিন্তু এই যুদ্ধ প্রমাণ করেছে এটি আর এগোবে না। তিনি বলেন, আমরা আর এই চুক্তি স্বাক্ষর করব না। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যখন ইসরায়েল গাজায় শিশু হত্যা অব্যাহত রেখেছে এমন মুহূর্তে জর্ডানের একজন মন্ত্রী একজন ইসরায়েলি মন্ত্রীর পাশে বসে পানির বিনিময়ে বিদ্যুৎ

সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষর করছে। ১৯৯৪ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি করে জর্ডান। চুক্তির ফলে জর্ডানের দখলকৃত ভূমির প্রায় ৩৮০ কিলোমিটার ফিরিয়ে দেয় ইসরায়েল। এ ছাড়া দুই দেশের মধ্যে পানি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধের সমাধান হয়। আয়মান সাফাদি বলেন, আমরা ১৯৯৪ সালে দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের জন্য বৃহত্তর আরব প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। তবে সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। উল্টো ইসরায়েল এই চুক্তি মেনে চলেনি। তাই এই শান্তি চুক্তি আপাতত জমে থাকা ধুলো-বালিতে পরিণত হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

'আল শিফা হাসপাতালের ভেন্টিলেটরে থাকা বেশিরভাগ রোগী মারা গেছে'

আপনজন ডেস্ক: আল শিফা হাসপাতালের ভেন্টিলেটরে থাকা বেশিরভাগ রোগী মারা গেছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের প্রধান। তিনি আল জাজিরাকে বলেন, ভেন্টিলেটরে থাকা বেশিরভাগ রোগী মারা গেছে। এদিকে হাসপাতালের আশেপাশের অঞ্চলজুড়ে স্নাইপার মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, হাসপাতালে ইসরাইলি বাহিনীর চলমান অভিযানের সময় মৃতদেহগুলো নেয়া হয়েছিল। ইসরাইলি সৈন্যরা বুধবার আল-শিফা হাসপাতালে প্রবেশ করে দাবি করেছে, এটি হামাসের একটি 'কমান্ড সেন্টার'। গাজার আল-শিফা হাসপাতালে ইসরাইল বুলডোজার আক্রমণ চালিয়েছে বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

ইসরায়েলের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধের প্রস্তুতির ঘোষণা হামাসের

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধের প্রস্তুতির ঘোষণা দিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান ইসমাইল হানিয়া বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা দেন। এমনকি হামাসের ক্ষমতা শত্রুর চেয়েও বেশি বলে উল্লেখ করেন তিনি। গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় দেড় মাস এই ঘোষণা দিলেন ইসমাইল হানিয়া। বিগত দেড় মাসে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন সাড়ে ১১ হাজার ফিলিস্তিনি। নিহতদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যাই প্রায় ৮ হাজার। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা উপত্যকার প্রতিরোধ বাহিনীগুলো ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাথে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

সেহরী ও ইফতারের সময়

সেহরী শেষ: ভোর ৪.২৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৮ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৭	৫.৫১
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪২	

গাজায় শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলের হামলা, নিহত ১৮

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে হানাদার ইসরায়েলি বাহিনী। হামলায় শিবিরটিতে বসবাস করা অন্তত ১৮ জন নিহত হয়েছেন। ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফা নিউজ জানিয়েছে, শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) সকালে শিবিরের কয়েকটি আবাসিক ভবনে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনারা। এতে আবু আল-কামসান, মাসুদ, আল-আসালি, আল-তুলুলি, আবু দান এবং আবু দায়েরের পরিবারের সদস্যরা নিহত হন। পরবর্তীতে জাবালিয়ার ফালাওজাতে আরেকটি বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে তিনজন নিহত হন। সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, বিমান হামলার পর অনেক মানুষ ভবনের নিচে চাপা পড়েন। এখন তাদের উদ্ধারে কাজ করছেন সাধারণ মানুষ। শুধুমাত্র খালি হাত ব্যবহার করেই ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে সেখানে প্রাণের স্পন্দন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন তারা। জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে হামলা করা ছাড়াও গাজা সিটির আল-জায়তুনের একটি স্কুলে হামলা চালায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। ওই হামলায় অসংখ্য মানুষ আহত ও নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে আল-জাজিরা। গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজার বিভিন্ন স্থানে নির্বিচার বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের এসব হামলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ১২ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন গাজা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় পুরোপুরি টেলিযোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। ফিলিস্তিনের টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান জাওয়াল এবং প্যাল্টেল জানিয়েছে, সব শক্তির উৎস ফুরিয়ে যাওয়ায় গাজায় মোবাইল ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে তারা। 'নেটওয়ার্ক অব্যাহত রাখার সমস্ত শক্তির উৎস নিঃশেষ হয়ে গেছে।' উল্লেখ্য, একদিন আগে তারা সতর্ক করে বলেছিল প্রধান ডেটা সেন্টার ও নেটওয়ার্ক টাওয়ার পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানির অভাবে সম্পূর্ণ ব্ল্যাকআউট (বন্ধ) হয়ে যাবে গাজা উপত্যকা।

বিদ্রোহী-জান্তার লড়াইয়ে মিয়ানমারে বাস্তুচ্যুত ২০ লাখ

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারে বিদ্রোহী সশস্ত্র জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা বাহিনীর লড়াইয়ের কারণে দেশটিতে ২০ লাখ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। চলমান লড়াইয়ে কিছু সীমান্ত এলাকায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছে জান্তার সেনাবাহিনী। সেনাদের বেশ কয়েকটি সীমান্ত চৌকিও দখল করেছে বিদ্রোহী বাহিনী। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস মিয়ানমারে জান্তার অনুগত সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের লড়াইয়ের তীব্রতা বাড়তে থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বেসামরিক মানুষকে রক্ষা এবং যুদ্ধকবলিত এলাকায় মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর পথ খোলা রাখতে যুদ্ধরত সব পক্ষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। চীন সীমান্তসংলগ্ন শান প্রদেশে জাতিগত তিনটি সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি, মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) এবং তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির (টিএনএলএ) যৌথ অভিযানে মিয়ানমারের সেনা ও পুলিশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। বিদ্রোহীরা বেশ কয়েকটি শহর ও সামরিক চৌকি দখলে নিয়েছে। এতে জান্তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অন্য বিরোধী গোষ্ঠীরাও উৎসাহিত হয়েছে। আরাকান প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে লড়াইরত আরাকান আর্মি গত বুধবার দাবি করেছে, অন্তত ২৮ জন পুলিশ সদস্য তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং ১০ সেনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ভরসা একমাত্র আল্লাহ্

সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন (বালক)

মদিনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান
পঞ্চম হইতে দ্বাদশ কলা ও বিজ্ঞান, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ও জিডি সার্কেলভুক্ত

আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব

আলহাজ্ব নুরুল হক সাহেব

মূল অনুপ্রেরক :-
পিছিয়ে পড়া সমাজের নয়ন-মনি দানবীর, বাংলার গৌরব আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব ও তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত মুসলিম সমাজের গর্ব আলহাজ্ব নুরুল হক (আই.এ.এস) সাহেবের সুযোগ্য নেতৃত্বে সোনার মনিটরিং কমিটি।

অফিসঃ 6294233308/ 7478196702 / 9475244994

--: মনের কথা :-

আপনার ভালোবাসার সন্তান ও আত্মীয়কে যদি প্রকৃতই ইসলামী ভাবধারায় উচ্চশিক্ষিত, দায়িত্বশীল নাগরিক ও দু' জাহানেরই গর্বের সন্তান তৈরি করতে চান, তবে অবশ্যই আমার মিশন পরিবারে দিতে অনুরোধ জানাই।

আমাদের বৈশিষ্ট্য :- ৪০ বৎসরের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সভাপতি ও প্রকৃত মানব ও সমাজদরদী আদর্শ শিক্ষক দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী আমার সম্পাদক - এই দুই সদাহাস্যময় ব্যক্তিত্বের প্রত্যহ নজরদারিতে এবং প্রকৃতই ভালোমানের ও ভালো মনের একঝাঁক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের নজরদারিতে আবির্ভাবেই এ প্রতিষ্ঠান সাড়া জাগিয়েছে। শুধু গণিত, ইংরেজি নয়— সর্ব বিষয়ে নজরদারি। কুরআন শেখা, তালিম, হাদীস ও শরিয়তের অনুশীলন, নামাজ— ঐচ্ছিক নয়, অবশ্যিক। প্রতি ৩০ জনে ১ জন আরবি শিক্ষক (বর্তমানে ১২ জন— সারা দেশে একমাত্র আমরা), ছোট ছোট গ্রুপ কোচিং। প্রতি শনিবার বাদ ফজর সকল ছাত্রকে সামনে নিয়ে নৈতিক চরিত্র গঠনে ৪৫ মিঃ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সাহেব। অ্যাডমিশন ফিজ ও সীট চার্জ একবার, সেশন চার্জ বছরে ১ বার, খাওয়া পড়ায় মাসে ১ বার এর বাইরে এক পয়সাও নয়। -

স্বপ্ন নয়, গল্প নয়- বিজ্ঞাপনের চমক-ও নয়। ৬০ শতাংশের বেশি ছাত্র দরিদ্র পরিবারের ও নামমাত্র খরচায় পড়াশুনা করা তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিভাগের নিম্ন ও কিছু মধ্য মেধার ছাত্র নিয়ে এ অভাবনীয় ফল। মিশনের ভালো মানের ও ভালো মনের শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস মেহনতেরই প্রামাণ্য দলিল। মিশন সাম্রাজ্যের এই প্রতিষ্ঠানই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা ভারতবর্ষের বাইরে আন্তর্জাতিক স্তরে খেলাধূলাতেও (মালয়েশিয়া ও ভুটানে) জাতীয় পতাকা হাতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেও কাপ জিতেছে।

ফর্ম পাওয়া যাচ্ছেঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ হইতে
মিশন অ্যাডমিশন টেস্টঃ ১২ই নভেম্বর, ২০২৩, রবিবার, বেলা ১২ টায়
ফলাফলঃ ১৯শে নভেম্বর, ২০২৩ (মিশন অফিসে)

ফর্ম পাওয়া যাবেঃ-
- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান, মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০, ৯৯৩৩৬৫৭৯৯
- মায়া আটাচাকী – রসিকপুর, বর্ধমান। ৯৪৩৪৪৭৩৭৪৪
- ওয়েবেল কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার- কৃষ্ণগঞ্জ, হুগলী, আকতার আলী খান – ৯৯৩২০৬৬১২৯
- সোলাইমানী দাওয়া ও দোওয়া (মুফতি মোক্তার সাহেব) – রসুলপুর স্কুল রোড(চশমার দোকানের উপরে)
- খান সু হাউস – নতুনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া। এনামুল হক খান, মোঃ- ৯৩৭৮৪৮৮৫৫৭
- সুপার মিল্ক স্টোর্স – মসজিদ মার্কেট, কাটোয়া। মহঃ মনোয়ার হোসেন – ৮৯১৮২৫৩১৯৫
- দীপ ওয়ার্ল্ড লিংক – সালার (পুরাতন বাসস্ট্যান্ড), মুর্শিদাবাদ, মোঃ- ৯৭৯২৯৭২২২২/ ৭৭৯৭৫৮৮৪১৮

পরীক্ষাকেন্দ্রঃ-
- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান, মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০ ৯৯৩৩৬৫৭৯৯
- ইকরা মিশন – মোঃ ৬২৯৫১৯৪৫৩৬, কাঁটাগড়িয়া, লোহাপুর, বীরভূম
- সালার ইনফিনিট মিশন – সালার, রেলগেট, মুর্শিদাবাদ মোঃ ৯৭৩২৩০৩০৬৬/ ৭০৭৬৮৮৮৮৯৩
- আমিনা মিশন – কৃষ্ণপুর, চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর মোঃ ৯৯৩৩৭৯০২৪৪/ ৯৯৩২০৬৬১২৯ (পারভেজ সরকার)

প্রথম নজর

ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় নজর কাড়ল হেভেন অ্যাকাডেমি

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● দেগঙ্গা

আপনজন: চলতি বছরে ৫ ও ১২ই নভেম্বর ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় চার জেলা জুড়ে। এই পরীক্ষাটি আয়োজন করে অল বেঙ্গল প্রাইভেট স্কুল অ্যাসোসিয়েশন। এই পরীক্ষায় হাড়োয়া হেভেন অ্যাকাডেমির নজর কাড়া সাফল্যে বিদ্যালয়ে উচ্ছাসের ঢল নামে। চারজন মেধাতালিকার শীর্ষে ও এগারোজন মেধা শীর্ষ তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

উল্লেখ্য, এবছরে নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ১০ হাজরের বেশি পড়ুয়া, প্রায় ২০০ টি বেসরকারি বিদ্যালয় থেকে ১২ টি পরীক্ষা কেন্দ্রে অংশ্রহন করেছিল। ১৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। সফল পড়ুয়াদের সংবর্ধিত করা হবে আগামী ২৫শে নভেম্বর বারাসাত রবীন্দ্র ভবনে।

হাড়োয়া হেভেন অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর সেলিম আহমেদ জানান, “এই মিশনের পড়ুয়াদের সাফল্য বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা সহ অভিভাবক মন্ডলী খুবই খুশি। আর এই সাফল্য অর্জন এর পিছনের শিক্ষক শিক্ষিকাদের অক্লান্ত পরিশ্রম জড়িয়ে রয়েছে। আগামীদিনে বিভিন্ন পরীক্ষায় আমাদের হেভেন অ্যাকাডেমি আরো ভালো ফলাফল করবে বলে আশাবাদী।”

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতার বিধান সরণিতে সম্প্রীতি ও সাহিত্য সম্মেলনের মধ্য দিয়ে পালিত হল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। ভাইফোঁটার স্মৃতি ধরে এক ঝাঁক কবি সাহিত্যিক বোনেরা ভাইদের কপালে ফোঁটা এবং মিষ্টি মুখ প্রদান করলেন। ভাইয়েরা আশীর্বাদ করলেন দিদি বোনেদের ,ফল মিষ্টি বিতরণ ছিল চোখে পড়ার মত। উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ শিশুতোষ সামন্ত , ড, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্জ ,কবি আসিস গিরি শিশু সাহিত্যিক আব্দুল করিম ,নান্টু সরকার কবি গোপাল চক্রবর্তী ,স্বপ্না চক্রবর্তী ,প্রশান্ত দাস ,আর্য ভট্টাচার্য, তপতী ঘোষ প্রমূখ আবৃত্তি কবিতা গান এর মধ্য দিয়ে পালিত হল ভাই ফোঁটা উৎসব। প্রায় ৬০ জন কবি সাহিত্যিক শিল্পী উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা ৫ টা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

রেল বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: সিআইটিইউ মেমারি ১ পূর্ব ও পশ্চিম এরিয়া সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে রেল বেসরকারীকরনের বিরুদ্ধে সিআইটিইউর ডাকে মেমারিতে রেলওয়ে স্টেশনম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মেমারি পুরাতন বাসষ্ট্যান্ডে রেলটিকিট কাউন্টারের সামনে জমায়েত হয়ে বক্তব্য রাখেন পীয়ুষ বিশ্বাস, কালু রায়, বদ্রীচরণ লাহা। জমায়েত থেকে একটি প্রতিনিধি দল মেমারি স্টেশন মাস্টারকে ডেপুটেশনের কপি জমা দিতে গেলে তিনি না থাকায় কর্তব্যরত আধিকারিক ডেপুটেশন জমা নেন ডিআরএমকে দেওয়ার জন্য। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন অনিল মুখার্জী, হাসিবুল মন্ডল, তাপসী ভট্টাচার্য্য, প্রশান্ত কুমার। পীয়ুষ বিশ্বাস বলেন রেল চলতি গত আর্থিক বর্ষে ৪৯হাজার কোটি টাকা লাভ করেছে তা সত্বেও রেলকে কেন্দ্র সরকার বেসরকারীকরন করছে। রেলের বিভিন্ন সেক্টর কে আদানীদের হাতে বিক্রি করে দিচ্ছে। রেলে কয়েকলক্ষ শূণ্যপদ পড়ে আছে সেগুলিকে পূরণ করছে না। বিভিন্ন স্টেশননে নূন্যতম পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। রেলে আসেপাশের সমস্ত জায়গা বেসরকারী কোম্পানীর হাতে তুলে দিচ্ছে রেল। তাই রেলে বেসরকারীকরনের বিরুদ্ধে সারা দেশে বামেরা প্রতিবাদ করছে।

বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তকে অনাড়ম্বরভাবে স্মরণ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: দেশের জন্য সারাটি জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি। তিনি ভগৎ সিং এর সঙ্গী হয়ে দেশকে স্বাধীন করবো বলে ইংরাজ আমলে পার্লামেন্টে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন। অবিভক্ত বর্ধমানের খণ্ডঘোষের ওয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করা ওই বিপ্লবীর নাম বটুকেশ্বর দত্ত। যে অপরাধের কারণে ভগত সিংয়ের ফাঁসি হয়েছিল সেই একই অপরাধে কম বয়স থাকার কারণে আন্দামানের জেলে দ্বীপান্তরিত হতে হয় বটুকেশ্বর দত্তকে। মৃত্যুর পরও তার ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে সময়িত করা হয় শহীদে আজম বীর বিপ্লবী ভগত সিংয়ের সমাধির পাশে পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম তার মৃত্যুর পর তিন দিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ছিল বটুকেশ্বর দত্তকে সম্মাননা জানানোর জন্য। বর্তমান প্রজন্ম ভুলে গেছে তাকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের চরম সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯১০ সালে। মৃত্যু হয় ১৯৬৫ সালে। স্বাধীন হওয়ার পর জীবন জীবিকার জন্য তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়। প্রচন্ড আর্থিক কষ্টের মধ্যে তার জীবন চলে। ভগৎ সিং এর মা এর কোলে মাথা রেখে মৃত্যু বরণ করেন।

ভগৎ সিং এর সঙ্গী হয়ে পার্লামেন্টে বোমা ফেলার সঙ্গে সময় মাওলানা হসরত মোহানির সৃষ্টি করা স্বাধীনতা আন্দোলনের স্লোগান ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধনী প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেন এবং ইংরেজদের হাতে বন্দি হন। এই বিপ্লবী খণ্ডঘোষের নিজ জন্মভূমি ওয়ারী গ্রামে ভগৎ সিংকে নিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। সেই আত্মগোপন করা জায়গা বর্তমানে হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় কয়েক কোটি টাকা খরচা করে মিউজিয়ামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যতম পর্যটনের জায়গা হয়েছে বটুকেশ্বর দত্তের জন্মভূমি।

বর্তমানে বটুকেশ্বর দত্ত ওয়েলফেয়ার কমিটি জন্মভূমিকে পর্যটনের জায়গা আনার জন্য চেষ্টা করছেন এই কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা মধুসূদন চন্দ্র। ১৮ নভেম্বর আজ তার জন্মভূমিতে শ্রদ্ধার্ঘ জানাচ্ছেন অনেকেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর তত্ত্বাবধানে বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগ , বি অভিক কুমার ব্যানার্জি, খণ্ডঘোষ ওসি সুব্রত বেরা ,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর সফিকুলের উদ্যোগে শুরু হয়েছে অনুষ্ঠান । প্রতিবছর জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়। বিপ্লবীর জীবনি নিয়ে আলাপ আলোচনা করা হয় এবং অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী বংশধররা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

সরকারি হাসপাতালে গাফিলতির ফলে শিশু মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: হাসপাতাল, কিন্তু দৃশ্যত যেন ভূতুড়ে বাড়ি। চারিদিকে একবারে স্তব্ধতা, কোথাও দেখা নেই চিকিৎসক ও নার্সদের। শুনশান হাসপাতাল চত্বর। বাড়ির কাছে বলে সেই হাসপাতালেই ভর্তি হয়েছিলেন প্রসূতি। আচমকাই ওঠে প্রসব যন্ত্রণা। হাসপাতালের বেডে নর্মাল ডেলিভারি হয়ে যায় প্রসূতি। এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন তিনি। কিন্তু সদ্যোজাতর কান্নার আওয়াজ কিংবা প্রসূতির প্রসব যন্ত্রণার চিৎকার কোনওভাই পৌঁছয়নি চিকিৎসক, নার্সদের কানে। হাসপাতালের বেডেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন প্রসূতি। নাড়িও কাটা হয়নি । বেডেই মল, আর তাতে মেখেই পড়ে থাকে সদ্যোজাত। দেখা মিললো না চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মীদের। পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু শিশুর। গুরুতর অভিযোগ ঘিরে শোরগোল ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে।

ধূপগুড়ির বারোঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেমটিয়া এলাকার বাসিন্দা নুরিনা পারভিন। বৃহস্পতিবার প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হন। রাতে প্রসব যন্ত্রণা বাড়তে থাকে।

পরিবারের অভিযোগ, পাশে যখন চিকিৎসক ও নার্সদের থাকার কথা তখন প্রসূতি বিভাগে কাউকে পাওয়া যায়নি। উল্টে জুটেছে নার্সদের কটূক্তি। এরপর রোগীর

আত্মীয় পরিজনদের চিৎকার চেচামেচিতে হাসপাতালের অন্যত্র থাকা নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীরা তখন ছুটে আসেন।

কিন্তু ততক্ষণে সন্তানের জন্ম দিয়ে দিয়েছেন প্রসূতি।মল মূত্র মাখা অবস্থায় বেডের মধ্যেই পরে থাকে তারা এবং তার সন্তানের শ্বাসকষ্টও শুরু হয়ে যায়। কারণ শিশুর মুখ দিয়ে মল ঢুকে গিয়েছে। পরে নার্সরা এসে পরিস্থিতির সামাল দেন।

রোগীর পরিবারের অভিযোগ, বেশ কিছুক্ষন ওই অবস্থায় পরে থাকায় অসুস্থ হয়ে পরে। এর পরেই কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশু ও তার মাকে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে রেফার করে । হাসপাতালে ভর্তি থাকা অন্তঃসত্ত্বা মহিলা স্বপ্না রায় বলেন, প্রায় রাতে নার্স চিকিৎসক তাদের থাকার জায়গায় থাকেন না। আজকে যখন মহিলার যন্ত্রনা শুরু হয় তখন পরিবারের লোকেরা চিৎকার চেচামেচি শুরু করে, তবে নার্স চিকিৎসক আসার আগেই বেডে সন্তানের জন্ম নেয়। অনেকক্ষণ নোংরা মাখা অবস্থায় পড়ে থাকে। নুরিনা পারভিনের শ্বশুর আব্দুল জলীল অভিযোগ করেন , যখন যন্ত্রণা ওঠে তখন হাসপাতালে চিকিৎসক নার্সদের ডাকতে গেলে আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। তারা না থাকায় বেডেই বাচ্চাটি জন্ম নেয়। প্রসবের পর সদ্যোজাত বেড থেকে নীচে পড়ে যায়। তাদের গাফিলতিতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে আর কোনো উপায় না পেয়ে তাকে জলপাইগুড়ি রেফার করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সদ্যোজাত ও মা-কে প্রথমে জলপাইগুড়ির মাতৃমাতে রেফার করা হয়। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় সদ্যোজাতর। সদ্যোজাতর বাবার অভিযোগ শামিম রাব্বানী বলেন, শুধু ডাক্তার ও নার্সের গাফিলতির জেরেই এই পরিণতি। জলপাইগুড়ি হাসপাতাল নিয়ে গেলে সেখান থেকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। শুক্রবার সকালে মারা যায়। আমার সন্তানের মৃত্যুর জন্য ধূপগুড়ি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য দপ্তর দায়ী। আমি থানায় অভিযোগ দায়ের করবো। প্রশ্ন হল এত কিছু হয়ে গেল। কোথায় ছিলেন কর্তব্যরত নার্স কিংবা চিকিত্সক? যদিও কর্তব্যে গাফিলতি ও কর্মী সংখ্যা কমের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। কর্তব্যরত চিকিৎসক ধৃতরঞ্জন ডিন্দা। তিনি বলেন, “নার্স সহ অন্যান্যরা ডেলিভারি ওয়ার্ডে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তারা খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে যান। শিশুটির শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কারণ তার মুখ দিয়ে মল ঢুকে গিয়েছে।” সদ্যোজাতকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল স্থানান্তরিত করা হয়। ধূপগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অঙ্কুর চক্রবর্তী বলেন, আমি বাইরে রয়েছি তবে কর্তব্যরত চিকিৎসকের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি নার্সরা অন্য একটি অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। শিশুটি বেডের মধ্যে জন্মেছে জানতে পেরেছি। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিলো বলে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল রেফার করা হয়। তবে মৃত্যু হয়েছে শিশুটির সেই বিষয়টি আমার জানা নেই খোঁজ নিয়ে দেখছি।

সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলছেন, সদ্যোজাতর শুধু মাথা বেরিয়ে এসেছিল! যেখানে প্রসূতি হাসপাতালে ভর্তি। সেখানে নার্স-চিকিত্সক থাকা সত্বেও এমন ঘটনাই বা কি করে ঘটে? কেন যন্ত্রণার পরও প্রসূতিকে লেবার রুমে নিয়ে যাওয়া হল না? উত্তরগুলো দেবে কে?

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লোকপুরের বাস্তবপুরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

আজিম শেখ ও শেখ রিয়াজউদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার লোকপুর থানার বাস্তবপুরে ওডব্রুবিপিডিসিএল-এর এর উদ্যোগে ও জিএমপিএল-এর এর আয়োজনে আদিবাসী অধ্যুষিত বাস্তবপুর প্রাইমারি স্কুলে জিএমপিএল-এর নিজস্ব ডাক্তারবাবুরা গ্রামের বাসিন্দাদের প্রেসার চোখ,ওয়েট,সর্দি, কাশি, জ্বর সহ নানান রোগ পরীক্ষা করার পর বিনামুল্যে ঔষধ দিলেন। এদিনের শিবিরে প্রায় ১৫০-২০০ জন আদিবাসী পুরুষ মহিলা রোগ পরীক্ষা করান। বিনামূল্যে ডাক্তার দেখাতে পেরে আদিবাসীরা স্বভাবতই বেজায় খুশি। উপস্থিত ছিলেন জিএমপিএল-এর ডা. সুজিত সরকার, ডা. আর এন আগরওয়াল, জিএমপিএল-এর এর লাইজেশন সন্দীপ দত্ত প্রজেক্ট ম্যানেজার বিধান চন্দ্র খাঁ এইচ আর গীতাঞ্জলী দে লোকপুর থানার এ এস আই বাসুদেব ঘোষ সহ স্বাস্থ্য কর্মীরা ও জিএমপিএল-এর আধিকারিকেরা।

নলহাটি ২ নং ব্লক তৃণমূলের সভাপতি নিয়ে জোর জল্পনা

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: নলহাটি ২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের ব্লক সভাপতি হবে নাকি আবার নির্বাচন কমিটির মতো পাঁচ জনের কোর কমিটি হবে। সেই নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে ব্লক তৃণমূলের মধ্যে। কারণ কিছু দিন আগে জেলা কমিটি গঠনের সময় অনুব্রত মণ্ডলকে ১২ বছর পর তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা কোর কমিটিকে। জেলা কোর কমিটিতে এখনো পর্যন্ত কারা থাকবেন তা এখনো নিশ্চিত হয়ে ওঠেনি। তবে দলীয় সূত্রে খবর চলতি নভেম্বর মাসের কুড়ি তারিখের মধ্যে প্রত্যেকটি ব্লকের ব্লক কমিটি গঠন করে দেওয়া হবে। ইতি মধ্যেই জেলার বেশ কয়েকটি জায়গায় ব্লক কমিটি নেই। গত নির্বাচনের আগে দীর্ঘ দিনের ব্লক সভাপতি বিভাস অধিকারী তৃণমূলের ব্লক সভাপতি পদে পদত্যাগ করায় এই ব্লকটি নেতৃত্ব শূন্য হয়ে যায়। সেই সময়ে শুভাশিস ভট্টাচার্য এবং আবু

জাহের রানাকে তড়িঘড়ি এই দু'জনকে আহবায়ক নির্বাচিত করে নির্বাচনী তরী পার করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাদের হাতে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ভালো হয়নি। তবে সেখানে কোন রকমে দলের মান রক্ষা করেছেন তারা। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এখানে দলের সংগঠনের অবস্থা কি হবে। সেই নিয়ে চিন্তিত দল। তার জন্য দলের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইতি মধ্যে একটি সমিক্ষক দল সভাপতি নির্বাচনের জন্য গোটা ব্লক জুড়ে সমীক্ষা চালিয়েছেন। সেখানে কে হবেন ব্লক সভাপতি। নাকি ফের কোর কমিটি ব্লক চালাবেন। সেটার অপেক্ষায় মানুষজন। তবে আমাদের কাছে যা খবর। সেই খবর অনুযায়ী এবারে আর কমিটি নয়। সম্ভবত ব্লক সভাপতি করতে চলেছেন। ইতি মধ্যেই এই ব্লক এলাকা থেকে তিন জনের নাম পাঠানো হয়েছে। সেই তিন জনের মধ্যে কে হবেন ব্লক সভাপতি সেটার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন নলহাটি ২ নম্বর ব্লক এলাকার মানুষ।

রেল বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে পথে সিটু

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ভারতীয় রেলের বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত বাতিল, যাত্রী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত, শূণ্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ, লক ডাউনের সময় প্যাসেঞ্জার ট্রেন গুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া এক্সপ্রেস ট্রেনের ভাড়া প্রত্যাহার সহ বেশ কিছু দাবিতে এবার আন্দোলনে নামলো সিআইটিউ। শুক্রবার সিআইটিইউ বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বাঁকুড়া স্টেশনে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচীতে অংশ নিলেন ওই সংগঠনের সদস্যরা। পরে তাঁদের এক প্রতিনিধি দল স্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করে ডিআরএমের মাধ্যমে রেল মন্ত্রীর কাছে পাঠানো তাঁদের দাবিপত্র তুলে দেন। এদিনের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত সিআইটিইউ বাঁকুড়া জেলা কমিটির সহ সভাপতি প্রতীপ মুখার্জী বলেন,' মোদিজী আদানী, আম্বানীদের প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠেছেন, দেশের মানুষের প্রধানমন্ত্রী নন। ১১৫ জোড়া রেল বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, স্টেশন থেকে রেলের ট্র্যাক, জমি স্কুল, স্টেডিয়াম, প্রতিষ্ঠান, রাস্তা, অডিটোরিয়াম বিক্রির চেষ্টা চলছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে সিআইটিইউ দেশ জুড়ে আন্দোলনে হবে।

ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস, চরম চিন্তায় চাষিরা

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবরা-১ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় মাঠ ভর্তি পাকা ধান, কোথাও কোথাও আবার বিঘার পর বিঘা জমিতে ধান কাটা রয়েছে। আকাশে মেঘের ভ্রুকুঠি, কখনো কখনো দু এক পশলা বৃষ্টি, পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাসে চিন্তিত চাষীরা। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

এই অসময়ের বৃষ্টিতে সম্ভাব্য চাষের ক্ষতি এড়াতে সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী কৃষকদের সতর্ক করল হাবড়া-১ ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা কুসুম কমল মজুমদার ও হাবড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ বাপি মজুমদার । পাশাপাশি কৃষি সংক্রান্ত যে-কোনও সহযোগিতার জন্য এডিও অফিসে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।কুসুম কমল মজুমদার বলেন, ‘এবার ব্লক এরিয়াতে ৪ হাজার ৫০ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছিল তার মধ্যে ৪৫ শতাংশ জমি ধান চাষিরা ঘরে তুলতে পেরেছেন, বাদবাকি ধান এখনো পর্যন্ত মাঠেই রয়েছে।’ কর্মাধ্যক্ষ বাপি মজুমদার বলেন, ‘দুর্যোগ মোকাবিলায় চাষীদের কে সচেতন করার পাশাপাশি চাষীদের সহায়তায় তৎপর কৃষি দপ্তর।’ তবে আবহাওয়া দপ্তর কর্তৃক বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাসে আতঙ্কিত চাষীরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়ানো না গেলে বিপুল আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

ফিলিস্তিনিদের জন্য বিশেষ দোয়া সুজাপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সুজাপুর

আপনজন: মালদার সুজাপুরের হাতিমারী মাঠে নয় মৌজার যুবকবৃন্দদের উদ্যোগে মাজলুম ফিলিস্থিনীদের ও বিশ্বশান্তির জন্য এক দোয়ার মাজলিস এর আয়োজন করা হয়। এদিনের দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, সামসি কলেজের অধ্যাপক ড. অলিউল্লাহ, মৌলানা নিজাম আলী কাসেমী, ইমতিয়াজ আহমেদ মোল্লা, হাফেজ মৌলানা শেখ এবাদুল্লাহ, শিক্ষক ফারুক হোসেন, নয়মৌজা যুবকবৃন্দের সভাপতি হিফজুর রাহমান ও সম্পাদক মাহিদুর রাহমান এবং আয়োজক এর সভাপতি ডা: তাসলিম আরিফ ছাড়াও স্থানীয়রা।

উক্ত দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. অলিউল্লাহ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, একটা দেশে যখন একটা জাতীকে মেরে শেষ করে দিচ্ছে এরপরেও মুসলিম দেশের মানুষেরা প্রতিবাদে গর্জে উঠছে না এটা অত্যন্ত দুঃখের। পৃথিবীর যেকোনো কোনায় মুসলমানদের উপর যদি কোনো অত্যাচার হয় আর আমরা যদি চুপ থাকি এটা মুসলমানদের পরিচয় নয়। যে আগুন আজ ফিলিস্তিনে জ্বলছে সেটা একেবারে সহ্য করে বসে থাকার নয়। বেঞ্জমান ইসরায়েল নিরীহ ফিলিস্তিনি মানুষের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করছে আর বিশ্ব মুসলিমের কোনো প্রতিবাদ নেই। ফিলিস্তিন এটা তার দেশকে জয় করতে যুদ্ধ করছে এটা কোন দেশদ্রোহীতা নয় এটা তাদের দেশের স্বাধীনতার লড়াই।

‘কুপ্রস্তাবে’ রাজি না হওয়ায় বাড়িতে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: গৃহবধূকে উত্তক্ত ও কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ। কুপ্রস্তাবে রাজি না হাওয়ায় ও পুলিশকে অভিযোগ জানানোয় বাড়িতে আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। হাওড়ার সাঁকরাইলের সারেঙ্গার এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বুধবার রাতে ঘটে এই ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মহিলার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। গভীর রাতে বাড়িতে আগুন দেখে স্থানীয়রাই এসে আগুন নেভায়। তবে, ভাইফোঁটার জন্য বাড়িতে না থাকায় গৃহবধূ ও তার সন্তান প্রাণে বাঁচেন। এই ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পলাতক অভিযুক্ত। ঘটনার তদন্তে মানিকপুর ফাঁড়ির পুলিশ।

বামেদের উদ্যোগে মেদিনীপুরে ফিলিস্তিনি সংহতি মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোদপুর

আপনজন: সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের পীঠস্থান মেদিনীপুর শহর উত্তাল হল ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি মিছিলে। শুক্রবার দুপুরে বামপন্থী দলসমূহের আহ্বানে ফিলিস্তিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের প্রতি সংহতি ও সহমর্মিতা জানাতে মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত হলো ফিলিস্তিন সংহতি মিছিল।

সিপিআই (এম)

সিপিআই,আরএসপি ফরোয়ার্ড ব্লক সিপিআই এম এল (লিবারেশন) এর যৌথ উদ্যোগে এই মিছিল মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে।

মিছিল থেকে মার্কিনি মদতে

ফিলিস্তিনে ইজরায়েলের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও বর্বরতা বন্ধ করা, অবিলম্বে সম্পূর্ণ যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা, ফিলিস্তিনে পর্যাপ্ত মানবিক সাহায্য পাঠানো, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা সহ ,যুদ্ধ বিরোধী নানা দাবি জোরালো আকরে তোলা হয়। মিছিলে ঘোষণার জোরদার দাবি তোলা হয়। মিছিলে বামপন্থী দলসমূহের নেতৃবৃন্দ,কর্মীসমর্থক ও শান্তিকামী সাধারণ মানুষ অংশ নেন। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সুশান্ত বিজয় পাল,তাপস সিনহা,অশোক সেন,শৈলেন মাইতি, জয়ন্ত পাত্র, সুকুমার সিং প্রমুখ বাম নেতৃত্ব।

প্রথম নজর

চিকিৎসা করাতে এসে রোগীকে বাথরুমে আটক রাখার অভিযোগ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে এসে এক যুবককে বাথরুমে আটক রাখার অভিযোগে ব্যপক চাঞ্চল্য মেডিক্যাল চত্বর জুড়ে। শুক্রবার সকাল ১০ টা নাগাদ এ ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো শোরগোল হাসপাতালের বহির্বিভাগে। ঘটনাক্রমে জানা গেছে, মালদহের বামনগোলা ব্লক এলাকার বাসিন্দা সুব্রত হাওলাদার (২১), নিজস্ব চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের বহির্বিভাগের ৬ তলায় চিকিৎসা করাতে আসে। তবে চিকিৎসা করানোর আগে সে বাথরুমে গেলে কেউ বা কারা বাইরে থেকে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ। এরপরে ওই যুবক আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ায় চিৎকার চেঁচামেচি করলেও কেউ ছুটে না আসায় অবশেষে বাথরুমে থাকা কাঁচের জানালা ভেঙে বাইরে ফেলে। এরপরেই হাসপাতালে থাকা অন্যান্যদের নজরে আসলে তড়িঘড়ি করে ওই যুবককে বাথরুমের দরজা খুলে বাইরে বের করা হয়।

এদিকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই ওই যুবককে সংবাদমাধ্যমে ধরা হলে সে জানায়, তার বাড়ি মালদা জেলার বামনগোলা এলাকায়। বিগত কয়েকদিন আগে বিহারের পাটনায় গেছিল সেখান থেকে ফেরার পথে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে আছে আর এরপরেই ঘটে তার সাথে এই ঘটনা। জানা গেছে, সে পাকুয়া ডিগ্রী কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলাই এই সমস্যা নিয়ে চিকিৎসা করাতে আসে শুক্রবার সকালে।

তবে ওই যুবকের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনায় কে বা কারা করে থাকতে পারে তার তদন্তে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ।

আঘরপুরে সিপিএম নেতৃত্বকে রুখল পুলিশ

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: পুরুলিয়ার আঘরপুর গ্রামে যেতে সিপিআইএম নেত্রীদের আটকে দিল পুলিশ। সম্প্রতি পুরুলিয়া জেলার জয়পুর ব্লকের আঘরপুর গ্রামের তিন জন শিশু সহ ১৩ জন মহিলা জেল হেফাজতে রয়েছে বর্তমানে। তাদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সিপিআইএমের নয় জনের একটি মহিলা প্রতিনিধি দল আঘরপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় শুক্রবার। তবে এদিন গ্রামে ঢোকার আগেই পুলিশ বেরিকেট দিয়ে পথ আটকে দেয় তাদের।সিপিআইএম নেত্রীদের বাধা দেওয়া হয় গ্রামে যেতে বলে অভিযোগ তাদের। এই নয় জনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা কনীনিকা বোস, প্রাক্তন মন্ত্রী দেবলীনা হেমব্রম, প্রাক্তন মন্ত্রী বিলাসিবালা সহিস সহ অন্যান্য নেত্রীরা। পুলিশের বাধা পেয়ে সিপিআইএমের প্রতিনিধি দল ফিরে যায় বলে জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দুই দিন আগে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকেও একই ভাবে গ্রামে যেতে বাধা দেয় পুলিশ বলে অভিযোগ। জেল হেফাজতে থাকা ১৩ জন মহিলা সহ তিন শিশুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বলে জানা যায়।

ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি সভা জমিয়তের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারুইপুর

আপনজন: ফিলিস্তিনিদের নিরীহ জনগণের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে উগ্র সন্ত্রাসবাদী ইসরাইলের দ্বারা যে নির্মম অত্যাচার হচ্ছে তারই বিরুদ্ধে কুমোরহাট মোড় বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনার জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দেরর তত্ত্বাবধানে এক সমাবেশ হয়েছে শুক্রবার। এই সমাবেশে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার জন্য আওয়াজ তোলা হয়। সেই সঙ্গে ইসরাইলি পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া হয়।এবং সূর্যপুর হাট পর্যন্ত এক মিছিলও সংঘটিত হয়।এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর জমিয়ত উলেমা এ হিন্দের সম্পাদক আবুল হোসেন। দ্বীনি তালিম বোর্ডের দক্ষিণ ২৪ পরগনার জমিয়ত উলেমা এ হিন্দের সম্পাদক মাওলানা সাজিম গাজী।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাওলানা হাবিবুর রহমান,মাওলানা হাসিবুর রহমান , মাওলানা গোলাম মোস্তফা,আব্দুর রউফ,মুরসালীন প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় সংস্থা বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে বামফ্রন্টের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: শুক্রবার তমলুক রেল স্টেশনে বামফ্রন্টের প্রতিবাদ সভা,দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলি যেমন ব্যাংক,বীমা, বিদ্যুৎ,কয়লা ক্ষেত্রগুলির মত রেলকেও বেসরকারিকরন করতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি শাসিত সরকার।দেশের সরকারের এই বেসরকারীকরণ নীতির প্রতিবাদে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তিনটি রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থান বিক্ষোভ সহ-সভা সংগঠিত করে বামফ্রন্ট,এদিন সিআইটিইউ, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন, সারা ভারত কৃষকসভার ডাকে তমলুক, হলদিয়া, মেচেদা, রামনগর রেল স্টেশনে এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়।

তমলুক এসডিও অফিস মোড় থেকে মিছিল হয় তমলুক স্টেশন পর্যন্ত।দীর্ঘ সময় সভা হয় এখানে। তার আগে তমলুক স্টেশন ম্যানেজারের কাছে নির্দিষ্ট দাবি গুলি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে স্টেশন চত্বরেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলে।এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কৃষক নেতা মহাদেব মাইতি,শ্রমিক নেতা শান্তনু দাস, চন্দ্রশেখর পাঁজা, রীতা দত্ত,অরবিন্দ জমাদার,নান্টু মাজী,সুভাষ খাঁড়া,সন্দীপ জানা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।অপর দিকে মেচেদা স্টেশন চত্বরে কয়েকশ মানুষের জমায়েতে সভা হয়।সেই সঙ্গে স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্টেশন চত্বরে সভায় বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দ। মেচেদার এই কর্মসূচিতে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ইব্রাহিম আলী,কৃষক নেতা অমল কুইলা, শ্রমিক নেতা কাঞ্চন মুখার্জি,চিত্ত খান,খেতমজুর নেতা ফরিদ আলী,সিদ্ধার্থ রাউত,কাশীনাথ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।পাশাপাশি হলদিয়া স্টেশনে দীর্ঘ সময় ধরে বিক্ষোভ সভা চলে।স্টেশন বাজার এলাকায় কয়েকশ মানুষ মিছিল করে স্টেশনের সামনে অবস্থান করেন।ডেপুটেশন দেওয়া হয় স্টেশন আধিকারিককে। কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন পরিতোষ পট্টনায়েক,অচিন্ত্য শাসমল, লক্ষীকান্ত সামন্ত,পরিতোষ দাস, শ্যামল দাসঅধিকারী, দেবেশ আদক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রামনগর স্টেশনের সামনে দীর্ঘ

বামেদের ইনসাফযাত্রায় জলঙ্গি, ডোমকলে উপচে পড়ল ভিড়

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: জলঙ্গি ও ডোমকলে বামেদের ডাকা ইনসাফ যাত্রায় ভিড় চোখে পড়ার মতো। ডিওয়াইএফ ও সিপিএমের এর ইনসাফ যাত্রা পৌঁছাল মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ও ডোমকলে। শুক্রবার দুপুরে নাগাদ জলঙ্গির কালিগঞ্জ থেকে ভাদুড়িয়াপাড়ায় পথযাত্রা শেষে পথসভা করেন ও ডোমকলের রঘুনাথপুর থেকে পায়ে হেঁটে ডোমকল বাসস্ট্যান্ড পৌঁছায় এই যাত্রা। সেখানেও একটি সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই সভা থেকে মোহাম্মদ সেলিম বলেন বাংলার যুবরা বামদের মাত্র চার বছর সাথ দিলে বাংলাকে চাঙ্গা করবো অর্থাৎ বাংলার পরিবর্তনের আনবো ।ইনসাফ যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহাম্মদ সেলিম, ডিওয়াইএফের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, জেলা সম্পাদক জামির মোল্লা সহ আরও অনেকেই ।এদিনেরেই ইনসাফ যাত্রা থেকে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে বিধলেন বাম নেতৃত্বরা। অধিকার আদায়ের দাবিতে ডিওয়াইএফের উদ্যোগে কোচবিহার থেকে কলকাতা পর্যন্ত শুরু হয়েছে ইনসাফ যাত্রা। সভা মঞ্চ থেকে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন বাম নেতৃত্বরা।

নিম্নচাপে ক্ষতির মুখে ধান ও সবজি চাষ

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া অকাল ঘূর্ণিঝড় মিধিলি সরাসরি প্রভাব, বঙ্গে না পড়লেও ঘূর্ণিঝড়ের জেরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপে জেরবার রাজ্যের সুন্দরবন ও উপকূলীয় এলাকাগুলি। বাংলাদেশ ঘেঁষা বসিরহাটের সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা মিধিলির জেরে যেভাবে ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়েছে, তাতে পাকা ধানে মইয়ের আশঙ্কা দেখছেন সুন্দরবনের কৃষকরা। বসিরহাটের সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি ১ ও ২ নং ব্লক, হাসনাবাদ, মিনাখাঁ সহ ছটি ব্লকের কৃষকদের মাথায় হাত। ঝোড়ো হাওয়ায় বিঘার পর বিঘা ধানের ক্ষেতে যেভাবে পাকা ধানগুলি ভেঙে পড়ছে তাতে বেজায় সমস্যায় পড়েছেন কৃষকরা। পাশাপাশি গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির ফলে তুলে রাখা ধান গুলিতেও জমেছে জল। ফলে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন সুন্দরবনের কৃষকরা। ইতিমধ্যে নবান্নর তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জেলাশাসক ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঝড় বা বৃষ্টিতে যত সম্ভব ফসলকে রক্ষা করতে হবে। তার জন্য যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার সবকিছু গ্রহণ করতে হবে।যদিও বিপুল পরিমাণে ফসলের ক্ষতি হওয়ায় কিভাবে ঋণ পরিশোধ করবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছেন চাষীরা। শুধুমাত্র ধান নয়, শীতকালীন সব্জি যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি, নতুন আলু, ওলকপি, বিট ও গাজরের মতে সব্জিগুলো ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছে। ফলে স্বভাবতই দুশ্চিন্তা গ্রাস করেছে সুন্দরবনের কৃষকদের মধ্যে।

হাসনাবাদ এলাকার কৃষক রবিউল ইসলাম বলেন, আমারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে চার বিঘা ধান চাষ বাস করছি। ধান পেকে যাওয়ার মত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু বৃষ্টির জন্য তুলতে পারিনি। ঝড়ের কারণে সব ভেঙে গেছে কি করব বুঝতে পারছি না। সারের অগ্নি মূল্য তারপর এই ক্ষতি কিভাবে সামাল দেবো বুঝতে পারছি না।

রাঢ়বঙ্গে প্রকাশিত হল সাহিত্য পত্রিকা 'রাজভূমি'

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: পুজোর সময় কালে রাঢ়বঙ্গের সাহিত্য ও সমাজ সেবার মেলবন্ধনে প্রকাশিত হল সাহিত্য পত্রিকা 'রাজভূমি' । বৃহস্পতিবার এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে. জেলার থেকে বিশিষ্ট সব শিল্পী - সাহিত্যিকদের আগমনে সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশ ঘটায় এই পত্রিকা আরো বেশি সামাজিক স্তরে প্রভাব বিস্তার করবে বলে অনুমান উদ্যোক্তাদের। এই পত্রিকার মাধ্যমে মূলত বীরভূম জেলার ঐতিহাসিক পীঠস্হান হেতমপুরের সাহিত্য - সংস্কৃতির ঐতিহ্য কে বজায় রাখার ও নব প্রজন্ম কে সাহিত্যমুখী করে তোলার উদ্যোগ নেন মেটেলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কল্যাণ দে ও প্রবীণ নাগরিক পরিমল ঠাকুর, নিজস্ব উদ্যোগে বিগত সাত বছর ধরে সমাজ সংস্কৃতি চর্চার স্বার্থে তারা এই সাহিত্য পত্রিকা চালিয়ে আসছেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে

রাজভূমির এ বছর সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হল। এদিন উপস্থিত সকলেই তাদের নিজস্ব সৃষ্টি কবিতা, গান, ছড়া সাহিত্য,এই সভায় তুলে ধরেন। সাহিত্য প্রকাশ কর্মসূচিতে সকলেই হেতমপুর এর ভূমিপুত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক গণিত শাস্ত্রে শিক্ষকতা দান করলেও সাহিত্যের প্রতি তার অগাধ আস্থা ও ভালোবাসা লক্ষ্য করে অনুপ্রাণিত সকলেই। এদিন বর্তমান সময়ে রাজভূমি সাহিত্য পত্রিকার প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও নিজেদের মতামত তুলে ধরেন আগত বিশিষ্ট জনেরা।

প্রায় ৭০পৃষ্ঠার বইটিতে জেলার বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক আশিষ কুমার মুখোপাধ্যায়ে, সাহিত্যিক সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ পার্থ সারথি মুখোপাধ্যায় এর মতো লেখক ছাড়াও জেলার বাইরের বিভিন্ন বিশিষ্ট লেখক - ডঃ কবিতা চৌধুরী, সনৎ দে তীর্থঙ্কর সুমিতের মতো লেখকদের লেখা স্থান পেয়েছে।

বৃক্ষ রোপণ

প্রতি বছর ১৬ নভেম্বর দেশজুড়ে জাতীয় প্রেস দিবস পালিত হয়। সেই উপলক্ষে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি প্রেস ক্লাব জাতীয় প্রেস দিবসটি পালন করল বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে। ছবি: আনোয়ার আলি আনসারী

বিধি মেনে পৌষ মেলা হোক, দাবি পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্তের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: 'বিশ্বভারতী রাহু মুক্ত হল, পরিবেশ বিধি মেনে পৌষমেলা হোক'। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ট্রাস্টকে ১০ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে একথা বললেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানান, প্রাক্তন উপাচার্য পরিবেশ আদালতে দোহাই দিয়ে মেলা বন্ধ করেছিলেন। পরিবেশ আদালত কখনও মেলা বন্ধ করতে বলেনি। তবে সুভাষবাবু অভিযোগ করে বলেন, "বিশ্বভারতীর কাছে পরিবেশ রক্ষার কোন পরিকাঠামোই নেই, এটা গুরুত্বপূর্ণ।"

এদিন বোলপুরের একটি বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত।

পৌষমেলা পরিচালনার জন্য তিনি শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনারের সঙ্গে দেখা করে আর্জি জানান। পাশাপাশি, ট্রাস্টকে ১০ হাজার টাকা অনুদানও দেন তিনি। এছাড়া, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকেও একটি চিঠি দেন সুভাষবাবু। তাতে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, জাতীয় পরিবেশ আদালত, ইজেড বেঞ্চের গঠিত কমিটি প্রয়োজনে এবারের আয়োজিত পৌষমেলায় দূষণ রুখতে সহযোগিতা করবে। তবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে দূষণ রোধের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বিশ্বভারতীর উপাচার্য থাকাকালীন ২০১৯ সালে শেষবার পূর্বপল্লী মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। ৮ নভেম্বর উপাচার্য হিসাবে তাঁর মেয়াদ শেষ হতেই পুনরায় মেলা হোক এই দাবি উঠেছে।

নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিকও পৌষমেলা এবছর করার ইতিবাচক ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত বলেন, বিশ্বভারতী রাহু মুক্ত হয়েছে। এবার গ্রামের প্রান্তিক মানুষের কথা পৌষমেলা হোক।

অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে: মন্ত্রী চন্দ্রিমা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: অনেক অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে বাংলায় সরকার কাজ করছে। তবে আমরা পরিষেবার সঙ্গে কোনও আপস করিনি, হাওড়ায় বললেন চন্দ্রিমা।শুক্রবার বেলুড়ে এক অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য একথা বলেন।

তিনি বলেন, ২০১৯ সালের ২ মার্চ যোগা ন্যাচারোপাথি কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪ বছর পর এই কলেজে তৈরি হয়েছে। এখানে নিট উত্তীর্ণ ৫০টি সিটের মধ্যে ৪৬ জন ভর্তি হয়ে গিয়েছেন। এর থেকেই বোঝা যায় আগামী দিনে এখানে আরও বেশি চাহিদা থাকবে। পূর্ব ভারতে এই ধরনের মেডিকেল কলেজ এটি প্রথম তৈরি হল। এই কলেজ আগামী দিন বিকল্প পরিষেবায় সারা পৃথিবীকে পথ দেখাবে। এখানে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হবে। এখানে মোট ১২০টি বেডের মধ্যে ৬০টি পুরুষ এবং ৬০টি মহিলাদের জন্য থাকছে। আধুনিক ব্যবস্থাকে সামনে রেখে আয়ুষ পুরাতন বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে আয়ুর্বেদ, যোগা, ইউনানি, হোমিওপ্যাথি এইসব ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। ইতিমধ্যে এখানে আয়ুর্বেদ চলছে। এখানে খুব ভাল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। অনেক অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে এই সরকার কাজ করছে। তবে আমরা পরিষেবার সঙ্গে কোনও আপস করিনা। স্বাস্থ্য পরিষেবায় সম্পূর্ণ আইন তৈরি করা থেকে শুরু করে সব কিছু আমাদের অধিকার। অনেক সময় অনেকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে থাকে। এটা কাম্য নয়। যে সব অসুবিধার কথা উঠে আসবে তা দেখা হবে।

হাজী নুরুলকে সম্বর্ধনা বারাসত-১ ব্লক তৃণমূলের

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: বৃহস্পতিবার বারাসাত-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সদ্য নির্বাচিত সভাপতি প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্তমানে হাড়োয়ার বিধায়ক হাজী সেখ নুরুল ইসলামকে। হাজী নুরুল ইসলাম সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, দল যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন সেটা সকলকে সঙ্গে নিয়ে যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করবো। বারাসাত -২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন, সার্বিক কাজের নিরিখে এই ব্লক দলের নির্দেশে যথেষ্ট ভালো কাজ করে চলেছে। মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, হাজী নুরুল ইসলাম বিগত দিনের ন্যায় বর্তমান সময়েও করে চলেছেন তার সুফল পেলেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, সহ সভাপতি মেহেদী হাসান, ব্লক নেতৃত্ব মানস কুমার ঘোষ, ইফতেখার উদ্দিন, কীত্তিপুর -১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মান্নান আলি, এসরাইল আলি,তৃষ্ণা পাত্র, হাফিজুর রহমান, হাজী মেসবাহউদ্দীন সহ প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পুজো মণ্ডপে পথ সচতেনতা প্রচারে মিলল পুরস্কার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পুজোর থিমে ছিল পথ নিরাপত্তার বিষয়। তারই পুরস্কার তুলে দেয়া হলো পুজো কমিটির গুলির হাতে। অর্থাৎ, দুর্গা পুজোর মণ্ডপে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' সংক্রান্ত বিষয় তুলে ধরায় পুজো কমিটি গুলিকে পুরস্কৃত করা হলো জেলা পুলিশের তরফ।

বালুরঘাট পুলিশ লাইনে এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার মোঃ নাসিম, ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) সোমনাথ ঝাঁ, ডিএসপি (ট্রাফিক) বিলল মঙ্গল সাহা সহ আরো অনেকে।

এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, "আমরা 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে চেষ্টা করি যতটা পরিমাণ পথ দুর্ঘটনা কমানো যায়। যে সমস্ত দুর্গাপুজো কমিটি গুলি 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' ক্যাম্পেইনকে পুজোর থিমের মধ্যে দিয়ে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন, সেই সমস্ত পুজো কমিটিগুলির মধ্যে থেকে আমরা সেরা পুজো কমিটি গুলিকে বেছে নিয়েছি। আজ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তিনটি পুজো কমিটির হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হলো।"

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, কোনও পুজোর মণ্ডপে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' সংক্রান্ত বিষয় থাকলে তাদের পুরস্কৃত করা হবে। সে মতোই এদিন জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুজো কমিটি গুলোকে পুরস্কৃত করা হলো। প্রত্যেক পুজো কমিটির হাতে ২৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেন পুলিশ আধিকারিকেরা।

ছটপুজো উপলক্ষে ঘাট পরিষ্কার দুবরাজপুর পৌর এলাকায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আগামী ১৯ ও ২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ছটপুজো।এটা প্রধানত বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উত্তর প্রদেশে বেশ জাকজমক সহকারে হয়ে থাকে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রয়েছে ছট পুজোর প্রচলন। তাই ছটপুজোর আগে বীরভূম জেলার দুবরাজপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নায়েক পুকুরের ঘাট ও আগাছা পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়। ছট পুজো উপলক্ষে উক্ত কাজ ও এলাকা পরিদর্শনে শুক্রবার সরজমিনে যান দুবরাজপুর পৌরসভার পৌর প্রধান পীযূষ পান্ডে। এছাড়াও ছিলেন দুবরাজপুর পৌরসভার উপ পৌর প্রধান মির্জা সৌকত আলী, দুবরাজপুর সার্কেল ইন্সপেক্টর মাধব চন্দ্র মণ্ডল, দুবরাজপুর থানার ওসি সন্তোষ ভকত, সমাজসেবী স্বরুপ আচার্য প্রমুখ। পৌর প্রধান পীযূষ পাণ্ডে এক সাক্ষাৎকারে জানান, দুবরাজপুর শহরে প্রচুর হিন্দীভাষী মানুষের বসবাস। তাঁরাই সাধারণত ছটপুজো করে থাকেন। পৌরসভার অন্তর্গত ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নায়েক পুকুর, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের নায়েক পাড়ার বাঁধা পুকুর, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাতকেন্দুরিতে একটি পুকুর এবং ২ নম্বর ওয়ার্ডের রঞ্জনবাজারে দুধ পুকুরে ছট পুজো অনুষ্ঠিত হয়। চারটি পুকুরের মধ্যে নায়েকপুকুরে সবথেকে বেশী ভীড় হয়।

রোনোল্ডো অপরাজিত ১২৮, সালাহর ৪ গোল

আপনজন ডেস্ক: বয়স হয়ে গেছে ৩৮ বছর। কিন্তু ক্রিস্টিয়ানো রোনোল্ডো যেন থামতেই চাইছেন না। ক্লাব ফুটবল কিংবা আন্তর্জাতিক, পর্তুগাল তারকার গোলের রথ ছুটছেই। গতকাল ২০২৪ ইউরো বাছাইয়ের ম্যাচে লিখটেনস্টেইনের বিপক্ষে পর্তুগালের ২-০ ব্যবধানের জয়ে গোল করেছেন রোনোল্ডো। ইউরো বাছাইয়ের আরেক ম্যাচে সাইপ্রাসের বিপক্ষে স্পেনের ৩-১ ব্যবধানের জয়ে গোল পেয়েছেন বার্সেলোনার ১৬ বছর বয়সী তারকা লামিনে ইয়ামাল।
অন্যদিকে ২০২৬ বিশ্বকাপের আফ্রিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে মোহাম্মদ সালাহর ৪ গোলে জিবুতিকে ৬-০ ব্যবধানে হারিয়েছে মিসর। ইউরোর মূলপর্বে আগেই জায়গা করে নেওয়া পর্তুগালকে ভাদুজে নিজেদের মাঠে প্রথমার্ধে কোনো গোল করতে দেয়নি লিখটেনস্টেইন। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই রোনোল্ডোর শট লাগে পোস্টে। একটু পরই অবশ্য গোলের দেখা পান পর্তুগালের অধিনায়ক। দিয়েগো জোতার থ্রু বল পেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় লিখটেনস্টেইনের জালে পাঠান তিনি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি গোলের মালিক রোনোল্ডো নিজের রেকর্ডটাই আরও সমৃদ্ধ করেছেন। পর্তুগালের হয়ে এটি ছিল তাঁর ১২৮তম গোল। ৫৭ মিনিটে পর্তুগালের দ্বিতীয় গোলটি করেন জোয়াও কানসেলো।
পর্তুগালের মতো আগেই ইউরোর মূলপর্বের টিকিট কাটা স্পেন কাল সাইপ্রাসের মাঠে ৫ মিনিটেই এগিয়ে যায়। স্পেনকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেছেন ১৬ বছর বয়সী ইয়ামাল। বার্সেলোনার তরুণ তুর্কি অবশ্য গত সেপ্টেম্বরে জর্জিয়ার বিপক্ষে ৭-১ গোলের জয়ে স্পেনের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় ও গোলদাতা হওয়ার রেকর্ড গড়েছেন। ২২ ও ২৮ মিনিটে কাল স্পেনের অন্য গোল দুটি করেন ওইয়ারজাবাল ও হোসেলু। ৭৫ মিনিটে একটি গোল ফেরত দেয় সাইপ্রাস। অন্যদিকে ২০২৬ বিশ্বকাপে আফ্রিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে দারুণ শুরু করেছে মিসর। তুলনামূলক দুর্বল শক্তির জিবুতিকে গোলবন্যায় ভাসিয়েছে তারা। গোলবন্যার শুরুটা করেন সালাহ। লিভারপুলের ফরোয়ার্ড ১৭ মিনিটে করেন প্রথম গোল, পেনাল্টি থেকে দ্বিতীয় গোল পান এর ৫ মিনিট পর। ৪৮ ও ৬৯ মিনিটে মিসরের পরের দুটি গোলও করেন সালাহ। এরপর ৭৩ মিনিটে মোস্তফা মোহাম্মদ ও ৮৯ মিনিটে ত্রেজেগের গোলে ৬-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মিসর।

ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল পরিচালনা করবেন যাঁরা

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ মাঠে পরিচালনা করবেন দুজন ইংলিশ আম্পায়ার। এ ম্যাচের জন্য অন ফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে দুই রিচার্ড–ইলিংওয়ার্থ ও কেটেলবোরোর নাম আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করেছে আইসিসি। ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপের ফাইনাল।
এবারের ফাইনাল হবে কেটেলবোরোর ক্যারিয়ারের দ্বিতীয়। এর আগে ২০১৫ সালে এমসিজিতে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ম্যাচটি কুমার ধর্মসেনার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন তিনি।
ইলিংওয়ার্থের জন্য এটিই হতে যাচ্ছে প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনাল।
২০০৯ সালে একই দিনে আইসিসির আন্তর্জাতিক আম্পায়ারের তালিকায় এসেছিলেন ইলিংওয়ার্থ ও কেটেলবোরো।
এবার দুজনই সেমিফাইনাল পরিচালনা করেছেন। মুম্বাইয়ে ভারতের নিউজিল্যান্ডকে হারানো ম্যাচে ছিলেন ইলিংওয়ার্থ।
কলকাতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার রোমাঞ্চকর জয়ের ম্যাচে ছিলেন কেটেলবোরো।
ইলিংওয়ার্থ ও কেটেলবোরো, দুজনই আইসিসির বর্ষসেরা আম্পায়ারের পুরস্কার ডেভিড শেফার্ড ট্রফি জিতেছেন একাধিকবার। ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে টানা তিনবার বর্ষসেরা আম্পায়ার হন কেটেলবোরো।
সাইমন টফেল ও আলিম দারের পর তৃতীয় আম্পায়ার হিসেবে টানা তিনবার এ পুরস্কার জেতার রেকর্ড ৫০ বছর বয়সী কেটেলবোরোরই।
এবারের বিশ্বকাপেই অন ফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে শততম ওয়ানডে পরিচালনার কীর্তিও গড়েছেন তিনি, গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কা ও নেদারল্যান্ডসের ম্যাচে।
অন্যদিকে এখন পর্যন্ত অন ফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে ৮৯টি ওয়ানডে পরিচালনা করা ইলিংওয়ার্থ এখনকার আইসিসির বর্ষসেরা, গত বছর এ পুরস্কার জেতেন এই ৬০ বছর বয়সী।
এর আগে ২০১৯ সালেও সেটি পেয়েছিলেন বাঁহাতি স্পিনার হিসেবে ৩৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা এই ইংলিশ।
ফাইনালে ইলিংওয়ার্থ ও কেটেলবোরোর সঙ্গে টেলিভিশন আম্পায়ার হিসেবে থাকবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের জোয়েল উইলসন, চতুর্থ আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করবেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিস গ্যাফানি।
ফাইনালে ম্যাচ রেফারি হিসেবে থাকবেন জিম্বাবুয়ের অ্যান্ডি পাইক্রফট।
২০০৯ সাল থেকে আইসিসির ম্যাচ রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসা পাইক্রফটের এটিই হবে প্রথম ফাইনাল। এবার ওয়াংখেড়েতে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের সেমিফাইনালের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি।

আর্থিক নীতি ভেঙে ১০ পয়েন্ট জরিমানায় তলানিতে নামল এভারটন

আপনজন ডেস্ক: প্রিমিয়ার লিগের আর্থিক সংগতি নীতি (এফএফপি) ভঙ্গ করায় ১০ পয়েন্ট জরিমানা করা হয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব এভারটনকে। এই শাস্তির ধাক্কায় প্রিমিয়ার লিগে টিকে থাকার পথে বড় ধাক্কা খেয়েছে ইংল্যান্ডের মার্সেসাইড অঞ্চলের ক্লাবটি।
১২ ম্যাচ শেষে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে থাকা ক্লাবটির পয়েন্ট এখন কমে দাঁড়িয়েছে চারে, যা তাদের নামিয়ে দিয়েছে পয়েন্ট টেবিলের ১৯ নম্বরে। ২০ নম্বরে থাকা বার্নলির পয়েন্টও এখন ৪। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় এক ধাপ ওপরে জায়গা হয়েছে এভারটনের।
প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এটিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় শাস্তি। তবে এই শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানিয়েছে এভারটন। শাস্তির ঘোষণা আসার পর এক বিবৃতিতে ক্লাবটি জানিয়েছে, তারা 'হতাশ এবং স্তব্ধ'।
বিবৃতিতে তারা লিখেছে, 'ক্লাব বিশ্বাস করে, কমিশন যে শাস্তি আরোপ করেছে, তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অন্যায্য। প্রিমিয়ার লিগে আবেদন করার উদ্দেশ্যে ক্লাবের পক্ষ থেকে এরই মধ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে। এখন আপিল প্রক্রিয়া শুরু হবে।' এ সময় কোনো ধরনের আর্থিক অসংগতির কথাও অস্বীকার করেছে তারা। একই সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে সব ধরনের স্বচ্ছতা বজায় রাখার কথা উল্লেখ করে ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'যে কঠোর এবং মারাত্মক শাস্তি কমিশন কর্তৃক আরোপ করা হয়েছে তা ন্যায্য নয় এবং যে প্রমাণগুলো দেওয়া হয়েছে, তার যৌক্তিক প্রতিফলনও দেখা যায়নি।' এর আগে গত মার্চে আর্থিক নিয়মভঙ্গের অভিযোগের কারণে এভারটনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে প্রিমিয়ার লিগ। এ জন্য স্বাধীন কমিশনও গঠন করার কথাও বলা হয়। তবে এভারটনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো কী, তা নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি।
একই মাসেই টানা পঞ্চম বছরের জন্য আর্থিক ক্ষতি দেখায় এভারটন। ২০২১-২২ সালে তাদের ঘাটতি দেখানো হয় ৪৪.৭ মিলিয়ন পাউন্ড। যার ফলে তিন বছরে ক্লাবটির সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩৭২ মিলিয়ন পাউন্ড, যা কিনা প্রিমিয়ার লিগের নীতি অনুযায়ী ৩ গুণ বেশি।
যেখানে ৩ বছরে সব মিলিয়ে এভারটনের ক্ষতি দেখানোর সুযোগ ছিল ১০৫ মিলিয়ন পাউন্ড।
এখন শেষ পর্যন্ত এভারটন যদি আপিল করে ব্যর্থ হয়, তবে প্রিমিয়ার লিগে টিকে থাকা কঠিন হতে পারে তাদের। গত মৌসুমেও বেশির ভাগ সময় অবনমন অঞ্চলের আশপাশে ছিল এভারটন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য লেস্টার সিটি থেকে মাত্র ২ পয়েন্টে এগিয়ে থাকায় বেঁচে যায় তারা। এবার শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে কী লেখা আছে, তা জানতে আরেকটু সময় অপেক্ষা করতেই হবে।

জয় শাহর কাছে দুঃখ প্রকাশ শ্রীলঙ্কা সরকারের

আপনজন ডেস্ক: স্মরণকালের ভয়াবহ দুঃসময় পার করছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এলএসসি)। দলটি পয়েন্ট তালিকার ৯ নম্বরে থেকে বিশ্বকাপ শেষ করেছে। এমন ভরাডুবির কারণে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলার যোগ্যতা অর্জনেও ব্যর্থ হয়েছে।
এসবের সঙ্গে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে এসেছে আইসিসির নিষেধাজ্ঞা। বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপের কারণে এসএলসির সদস্যপদ স্থগিত করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটের এমন টালমাটাল পরিস্থিতির জন্য এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব জয় শাহকে দোষারোপ করেছিলেন অর্জুনা রানাতুঙ্গা। সম্প্রতি লঙ্কান সাংবাদিক চামুদিতা সামারাবিক্রমাকে দেওয়া বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারে দেশটির বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক দাবি করেছিলেন, জয় শাহ শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং তাঁর বাবা ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর প্রভাব খাটিয়ে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকে ধ্বংসের পাঁয়তারা করছেন।
রানাতুঙ্গা আরও অভিযোগ করেন, লঙ্কান বোর্ড কর্মকর্তাদের সঙ্গে জয় শাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে সবাই বিসিসিআইয়ের আজ্ঞাবহ।
রানাতুঙ্গার এমন মন্তব্যে শুরু হয় বিতর্ক। তাঁর কাঠখোট্টা গোছের কথাবার্তায় শ্রীলঙ্কার সরকারও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে। আজ দেশটির সংসদে দুই মন্ত্রী কাঞ্চনা ভিজেসেকেরা ও হারিন ফার্নান্দো রানাতুঙ্গার মন্তব্যে দুঃখ প্রকাশ করে জয় শাহর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দু।
সংসদে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী কাঞ্চনা ভিজেসেকারা বলেছেন, 'আমি সরকারের পক্ষ থেকে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান জয় শাহ কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। নিজেদের প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার (শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড) ত্রুটির জন্য আমরা তাঁর দিকে বা অন্য কোনো দেশের দিকে আঙুল দিতে পারি না। এটা একটা ভুল ধারণা।'
আর পর্যটন ও ভূমিমন্ত্রী হারিন ফার্নান্দো বলেছেন, 'এসএলসির ওপর আইসিসির আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আলোচনা করতে প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে ইতিমধ্যেই জয় শাহর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাঁর আশঙ্কা এই নিষেধাজ্ঞা আগামী বছর ঘরের মাঠে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ–যুক্তরাষ্ট্রে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলবে। আইসিসি যদি নিষেধাজ্ঞা তুলে না নেয়, তাহলে কোনো দলই শ্রীলঙ্কা সফরে আসবে না। আমরাও আইসিসির কাছ থেকে একটা কানাকড়িও পাব না।'

উরুগুয়ের কাছে হারার পর ব্রাজিলের বিপক্ষে ভালো খেলার প্রত্যয় মেসি-স্কালোনির

আপনজ ডেস্ক: অবশেষে আর্জেন্টিনা হারল। বুয়েনস এইরেসে ২০২৬ বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ২-০ গোলে হেরেছে তারা। কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে সৌদি আরবের কাছে ২-১ গোলে হারের পর এটিই আর্জেন্টিনার প্রথম হার। ম্যাচের হিসাবে ১৪ ম্যাচ পর।
আর বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে টানা ২৫ ম্যাচ পর হারের মুখ দেখেছে আর্জেন্টিনা। এমন হারে অবশ্য আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি মোটেই বিচলিত নন; বরং এই আর্জেন্টাইন মনে করিয়ে দিয়েছেন, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলেই আর্জেন্টিনা অজেয় দল নয়।
আর্জেন্টাইন কোচকে খুব বেশি বিচলিত না হলেও চলছে। কারণ, এই হারের পরও ১২ পয়েন্ট নিয়ে বাছাইপর্বে শীর্ষেই আছে তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
তবে স্কালোনি স্বীকার করেছেন, দিনটা তাঁদের ছিল না। পুরো ম্যাচেই ছিল উরুগুয়ের দাপট। ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমে স্কালোনি বলেছেন, 'সত্যি বলতে আমরা কখনোই এই ম্যাচে স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলাম না। এ জয়টা তাদের প্রাপ্য, কোনো সন্দেহ নেই। সত্য এটাই যে আমরা পুরো ম্যাচেই খেলার কৌশল খুঁজে পাইনি। দ্বিতীয়ার্ধে কিছু পরিবর্তন এনে ভুলগুলো শোধরানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু মনে হয়েছে এটা আমাদের দিনই ছিল না। আবারও বলছি, তারা যেভাবে খেলেছে, কৃতিত্বটা তাদেরই।'
বললেন, 'আরও শিরোপা জিতব'
২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার পরের ম্যাচ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের বিপক্ষে। ২২ নভেম্বর ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচটি তারা খেলবে রিও ডি জেনিরোর মারাকানা স্টেডিয়ামে। সেই ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা, 'কঠিন একটা ম্যাচ আসছে। আমরা আমাদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার মনে হয়, এ দলটা দেখিয়েছে কঠিন পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। দল হিসেবে আপনি হারবেন, জিতবেন, অন্য কোনো উপায় নেই। মাঝেমধ্যে এমন সময়ও আসে, যখন প্রতিপক্ষকে কৃতিত্ব দিতে হয়। বিশ্ব চাম্পিয়ন বলেই ভাবি না যে আমরা আর হারব না। আমরা অজেয় দল নই আগেও বলেছি, বলে যাব। খেলোয়াড়েরা জানে, মানুষ তাদের পাশে আছে। আশা করছি, সামনেও এমনটাই থাকবে।'
ব্রাজিলের বিপক্ষে সেরাটা খেলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিওনেল মেসিও, 'উরুগুয়ে খুব ভালো খেলেছে। আমাদের আজ হারতে হয়েছে। এটা হতেই পারে। তবে এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং ব্রাজিলের বিপক্ষে দারুণ খেলার চেষ্টা করতে হবে।'

অস্ট্রেলিয়া এখনো নড়বড়ে, বলছেন গৌতম গম্ভীর

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপে রোহিত শর্মার দলের একেকটা ম্যাচ শেষ হয়, নতুন করে প্রশ্নটি সামনে আসে–ভারতকে থামাবে কারা? প্রথম পর্বে টানা ৯ ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে উঠেছে ভারত। সেমিফাইনালে তারা উড়িয়ে দিয়েছে নিউজিল্যান্ডকে। বিশ্বকাপ ট্রফি উঁচিয়ে ধরার পথে রোহিত শর্মার দলের সামনে আর মাত্র একটিই বাধা–ফাইনাল। আগামী পরশু সেই ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া।
অনেকেই বলছেন, ভারতকে থামাতে পারলে প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়াই পারবে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে দেখে ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান গৌতম গম্ভীরের মনে হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া এখনো খুবই নড়বড়ে! গতকাল বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ২৪ রানের মধ্যে ৪ উইকেট তুলে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চাপে ফেলে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। সেখান থেকে ডেভিড মিলারের শতকে শেষ পর্যন্ত ২১২ রান করে প্রোটিয়ারা। এই রান তাড়া করতে নেমে উদ্বোধনী জুটিতেই ৬০ রান তুলে ফেললেও অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত জেতে ৩ উইকেটে। ম্যাচটি দেখার পর গম্ভীরের মনে হয়েছে, ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারত আত্মবিশ্বাসী থাকতে পারে।
স্টার স্পোর্টসে তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় না অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালে তাদের 'এ' শ্রেণির খেলা খেলতে পেরেছে। অস্ট্রেলিয়া এখনো অনেক নড়বড়ে।' এটুকু বলে অবশ্য রোহিত শর্মাদের একটু সতর্ক করেও দিয়েছেন গম্ভীর, 'তবে হ্যাঁ, তারা জানে নকআউটে কীভাবে ম্যাচ জিততে হয়। ফাইনালে ভারতকে 'এ' শ্রেণির খেলাটাই খেলতে হবে। ১০ ম্যাচ ধরে যে খেলাটা তারা খেলছে, ফাইনালেও সেটাই খেলতে হবে।'

রোমাঞ্চকর ফাইনালের আশা স্টার্কের

আপনজন ডেস্ক: ১ লাখ ৩০ হাজার আসনের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। রোববার এই স্টেডিয়ামেই বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ভারত। ক্রিকেটপাগল স্বাগতিক দেশটির সমর্থকদের কথা মাথায় রেখেই ফাইনালে টইটম্বুর গ্যালারি আশা করা হচ্ছে। আর ফাইনালটা 'গর্জনপূর্ণ এবং দেখার মতো ক্রিকেট হবে' বলে মিচেল স্টার্ক যে আশা প্রকাশ করেছেন, সেটিরও অন্যতম কারণ সম্ভবত লক্ষাধিক আসনের গ্যালারি। অস্ট্রেলিয়ান পেসারের কাছে রোববারের ম্যাচটি অনেক বড় উপলক্ষ। 'এটা খুব বড় উপলক্ষ। কারণ, এটা বিশ্বকাপ ফাইনাল।' সত্যিই, ক্রিকেটে বিশ্বকাপ ফাইনালের চেয়ে বড় উপলক্ষ আর কী হতে পারে!
ইডেন গার্ডেনে বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩ উইকেটে হারিয়ে সেই বড় উপলক্ষেরই টিকিট কেটেছে অস্ট্রেলিয়া। স্টার্কও সেমিফাইনালে ৩৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ফাইনালে আরও বিধ্বংসী কিছু করে দেখানোর ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। তবে স্টার্কের মতে, ফাইনালটা দুই দলের জন্যই অপরিচিত কোনো মঞ্চ নয়। স্টার্ক নিজেই অস্ট্রেলিয়ার ২০১৫ বিশ্বকাপ ফাইনাল জয়ে বড় অবদান রেখেছেন। এবারের ফাইনাল সামনে রেখে কলকাতায় গত পরশু সংবাদ সম্মেলনে স্টার্ক বলেছেন, 'আলাদা সংস্করণে দুই দলের খেলোয়াড়েরাই এটার দেখা পেয়েছেন। দুই দলই বছরের শুরুর দিকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে। আমি মনে করি না, এই বড় উপলক্ষ দুই দলের ড্রেসিংরুমের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা।'

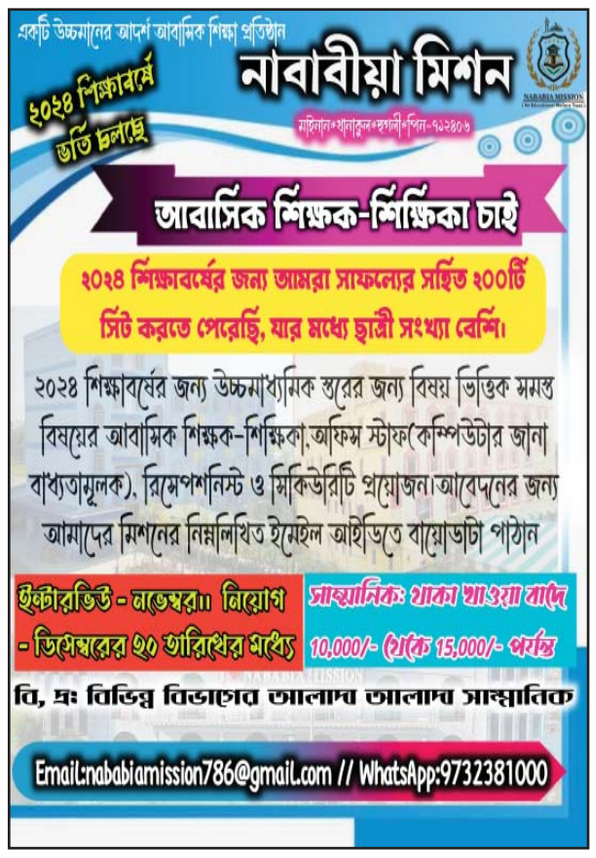

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**